'শাপর্ণা' সর্ব ভারতীয় শাড়ী, কুর্তি, প্রভৃতির খুচরো এবং পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র (AC Show Room)
[কেনাকাটার সাথে পুরী যাতায়াতের দুটি ফ্রি ট্রেন টিকিটের সুযোগ। * শর্তাবলী প্রযোজ্য]
ঠিকানা
৩৮৯, রাণী রাসমণি বাগান,
সন্তোষপুর, যাদবপুর, কোলকাতা-৭০০ ০৭৫
মোবাইল : ৯৬৭৪৩৬২৯৫৪
(হোয়াটস অ্যাপ)/৮০১৭৮২৬১৩৮

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ১৮ জ্যৈষ্ঠ – ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ ঃ ২ জুন – ৮ জুন, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No.32, 2 June - 8 June, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : গুরুদেবের শান্তিনিকেতনে আচার্য প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গে ওপার থেকে এসে পাশে দাঁড়ালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠিত হল বিশ্বভারতীর সমাবর্তন। খুলে গেল বাংলাদেশ ভবনের দ্বার। বক্তৃতায় অনুষ্ঠানকে প্রচারের আলোয় এনে দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

রবিবার : কেরল থেকে এক লাফে নিপা আতঙ্ক চলে এল বাংলায়।

সৌজন্যে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মুর্শিদাবাদের এক যুবক। দায়ী করা হচ্ছিল বাদুড় এবং শুয়োরকে। পরে অবশ্য তাদের ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়।

সোমবার : রাজনৈতিক দলগুলি

তথ্য আইনের আওতায় থাকবে কিনা তা নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে তথ্য কমিশন ও নির্বাচন কমিশনে। একজনের যুক্তি রাজনৈতিক দল যেহেতু সরকারের পরিপূরক তাই তথ্য আইনের অধীনে তারা। অন্য পক্ষের বক্তব্য তথ্য তাই শুধুমাত্র সরকারি সংস্থার জন্য।

মঙ্গলবার : পঞ্চায়েত ভোটের অশান্তির রেশ কাটে নি। অথচ কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে

নির্বিঘ্নে হয়ে গেল মহেশতলার উপনির্বাচন। ভোগালো শুধু ভোটযন্ত্র।

বুধবার : কালিম্পঙে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন দার্জিলিং-এ একটি

বিশ্ববিদ্যালয় গড়বে রাজ্য সরকার। এর আগে সেখানে তৈরি হয়েছে প্রেসিডেন্সি ক্যাম্পাস।

বৃহস্পতিবার : সামনে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন। চিট ফান্ড কেলেঙ্কারি উন্মোচনে সিবিআই তদন্ত এক বড় বালাই।

এগোলে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ, পিছালে প্রশ্রয়ের খোঁচা। এর মধ্যেই তদন্ত গুটিয়ে আনতে চাইছে সিবিআই। যা লোকসভায় হাতিয়ার হতে পারে।

শুক্রবার: দেশজুড়ে বেশ কয়েকটি লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনে জোর ধাক্কা খেল কেন্দ্রের

শাসক দল বিজেপি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো ফল করল কংগ্রেস। দেখা গেল বিজেপির বিরুদ্ধে 'একের বিরুদ্ধে এক' ফর্মূলার সাফল্য। তাতে লাভবান হল রাষ্ট্রীয় লোকদল থেকে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস ও রাষ্ট্রীয় জনতা পার্টি। এভাবে চললে ১৯-এ বেসামাল হতে পারে নমো।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

প্রমাণ হল জনপ্রিয়তাই সাফল্যের চাবিকাঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিনের পুরপ্রধান কাজের মানুষ দুলাল দাস বিধানসভার উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে বাংলার রাজনীতিতে একাধিক ধোঁয়াশাকে পরিস্কার করে দিয়ে গেলেন। একটানা বাম শাসনে রাজ্যের কঙ্কালসার রাজনীতিতে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরম আকার নিয়েছে। গ্রামেগঞ্জে মূল আর যুব তৃণমূলের বিবাদ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত হচ্ছে। এই সময় দুলালবাবু প্রমাণ করলেন নব্য নয়, মূল তৃণমূলীরাই এনে দিতে পারে সাফল্য। মনোনয়ন থেকে প্রচার সর্বক্ষেত্রেই আচার-আচরণে দুলালবাবু বাতিল করে দিয়েছেন অনুব্রতর লাইন। বারবার তিনি বলেছেন তিনি চান শান্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে ভোট হোক। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় যেসব এলাকা ছেয়ে গিয়েছিল অশান্তির আবহ কয়েকদিনের ব্যবধানে সেখানেই দুলালবাবুর ছোঁয়ায় ফিরে এল গণতান্ত্রিক পরিবেশ। এর একমাত্র কারণ নিজের কাজের প্রতি আস্থা ও জনপ্রিয়তায় বিশ্বাস।

মহেশতলায় তৃণমূলের জয়োল্লাস। ছবি : অরুণ লোধ

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মেরুদণ্ডহীন প্রশাসনিক ভূমিকায় যখন সারা বাংলা দেশে নিজের মুখ পোড়াচ্ছে তখন মহেশতলার উপনির্বাচন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি ছিল মানুষের। দলের নেতানেত্রীরা যাই বলুন দুলালবাবু প্রমাণ করেছেন তিনি জাতীয় নির্বাচনের পদক্ষেপের পক্ষে। ফলে বিরোধীদের অভিযোগহীন নির্বিঘ্নে ভোট হল। তিনগুণ ভোট বাড়িয়ে জয়ের রেকর্ড করলেন দুলাল। কং-সিপিএম জোটকে পিছনে ফেলে বিজেপি দ্বিতীয়। প্রতিষ্ঠিত হল মানুষের প্রকৃত রায়। এখন তৃণমূল নেতাদের না অনুব্রত, একটাকে বেছে নিতে হবে।

তৃণমূলের নজরকাড়া জয়

কুনাল মালিক, মহেশতলা : দক্ষিণ শহরতলির মহেশতলা উপনির্বাচনে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দুলাল দাস ৬২ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়ে নজির সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় স্থানে বিজেপি প্রার্থী সুজিত ঘোষ এবং তৃতীয় স্থানে সিপিএমের প্রভাত চৌধুরী। গত ২৮ মে মহেশতলা বিধানসভার ২৬টি ওয়ার্ড ঘুরে অবাক হয়েছিলেন অনেকেই। কারণ কোথাও কোনও রিগিং-ছাপ্পা- সন্ত্রাসের চিহ্নমাত্র ছিল না। নির্বাচনের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাছে ভোটারদের পরিচয় পত্র দেখিয়ে তবেই ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি মিলেছে। ভোটাররাও হাসিমুখে সেই পদ্ধতি মেনে ভোট দিয়েছেন। এমনকি শাসক দলের প্রার্থী দুলাল দাস বিজেপি প্রার্থীর উদ্দেশ্যে বলেছেন- কোথাও আমার দলের ছেলেরা অন্যায় করলে আমাকে ফোন করে জানাবেন। ভোটের দিন বেশ কয়েকটি ইভিএম খারাপ হওয়া ছাড়া, অন্য কোনও অভিযোগ ছিল না।

তবে সকলকে অবাক করে দিয়ে গত বিধানসভা নির্বাচনের থেকে প্রায় পাঁচগুণ বেশি ভোটে জিতেছেন দুলাল বাবু। এই জয় সাংসদ তথা রাজ্য যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আপ্লুত করেছে। গণনার দিন তিনি পূর্ণাঙ্গ ফলাফল প্রকাশের আগেই বাটানগরে চলে আসেন। সবুজ আবিরে আর বাজনার তালে উত্তাল হয়ে উঠেছিল গণনা কেন্দ্রের সামনের তৃণমূল সমর্থকরা। সাংসদ এদিন বলেন, যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে বিরোধিতা হয়েছে, ততই তৃণমূলের ভোট বেড়েছে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে মনোনয়ন পর্ব থেকে ভোট গ্রহণ এবং গননার দিন পর্যন্ত-বিরোধীরা শাসক দলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও গণতন্ত্র হত্যার অভিযোগ তুলেছিল। কিন্তু মহেশতলার ফলাফল প্রমাণ করল শাসক তৃণমূলের সংগঠনের কাছে দ্বিতীয় আসন পাওয়া বিজেপির সংগঠনগত ফারাক অনেক। তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা এখনও প্রকট।

তছরুপের অভিযোগ, বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল

মেহেবুব গাজী, পাথরপ্রতিমা: বিগত দুটি নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানারে জয়লাভ করে, ১০ বছর পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন সুভাষ পুরকাইত। প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ না করে, নির্দল'-এর প্রার্থী হয়ে ২০১৮ সালের গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। নির্বাচনে জয়লাভও করেছেন। তবে প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ না করাও প্রধানের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাত সহ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে, এবার পঞ্চায়েত প্রধানের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল সমর্থকরাই। ব্লক প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে, এদিন গোপালনগর গ্রাম

পঞ্চায়েতে সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভায় পঞ্চায়েত প্রধান সুভাষ পুরকাইত-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে, একটি ডেপুটেশন দেওয়ারও কথা ছিল তৃণমূল সমর্থকদের। বিষয়টি আগে থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্লক প্রশাসনে জানানো হয়েছিল। নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ১১টায় তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকেরা পঞ্চায়েতে এসে উপস্থিত হন। এবং ওই সভায় প্রধান সুভাষ পুরকাইতের নিজে উপস্থিত থাকার কথা ছিল। সুভাষ বাবু নিজেই পরে নিরাপত্তার অভাব বোধ করে পঞ্চায়েতে উপস্থিত হননি। তিনি চিঠি মারফত বিষয়টি প্রশাসনকে জানান। এরপরই উপস্থিত তৃণমূল সমর্থকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরা পঞ্চায়েতের সামনে বিক্ষোভ দেখান। শেষ পর্যন্ত পঞ্চায়েতের প্রধানের ঘরে তালা লাগিয়েও দেন তৃণমূলের সমর্থকেরা এমনটা জানা যায়। ব্লক প্রশাসনের অনুমতিতে পঞ্চায়েতের উপ-প্রধানের উপস্থিতিতে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূল সমর্থকদের ডেপুটেশনও গ্রহণ করেন পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান বিষ্ণু সেনাপতি। এদিন বিক্ষোভকারী তৃণমূল সমর্থকদের কাছে থেকে জানা যায়, প্রধান দীর্ঘদিন ধরে গাছ বিক্রি থেকে শুরু করে নলকূপের পাইপ বিক্রির বিভিন্ন খাতের টাকা তিনি আত্মসাত করেছেন। তবে পঞ্চায়েতের প্রধান সুভাষ পুরকাইত তাঁর বিরুদ্ধে তোলা দুর্নীতি সহ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল নেতৃত্বরাই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আমি তার প্রতিবাদ করায়, তাঁরা উল্টে আমার উপর নানান দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন।' তবে এবিষয়ে পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা জানান, বিষয়টি আমার নজরে এসেছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ছবি: গোপাল শীল

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

জোট হল না বাংলায়, তবু জয়ধ্বনি জোটেরই

প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন নরেন্দ্র মোদী। তাই তাঁকে শিক্ষা দিতে আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ধরাশায়ী করতেই হবে। এই স্বপ্ন নিয়ে নেমে পড়েছে কংগ্রেস সহ বিজেপি বিরোধী রাজ্যভিত্তিক আঞ্চলিক দলগুলি। এইসব দলের নেতারা জানেন একা একা লড়াই করে মোদী-অমিতের বিজেপিকে পরাস্ত করা অসম্ভব। তাই জোটের আহ্বান। ডান-বাম-দলিত-উচ্চবর্ণ সব নেতারা মিলে হাত ধরাধরি করে বার্তা দিতে শুরু করেছেন এবার ভারতের রাজনৈতিক আকাশে মোদী নয় উদয় হবে জোটের। আর এই জোট আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সরল ফর্মূলা হল যে যেখানে শক্তিশালী তার পিছনে দাঁড়াক সকলে। এই কৌশল নিলে তবেই মোদীর পতন নিশ্চিত।

এবারে উপনির্বাচন গুলিতে প্রায় এই ভাবেই বিরোধীরা একে অপরের পিছনে দাঁড়িয়ে কাত করেছে বিজেপিকে। তৃণমূলের ছোট বড় সব নেতারাই দাবি করছেন সারা দেশে সাফল্য এসেছে তাঁদের দূরদর্শী একম্-অদ্বিতীয়ম্ নেত্রীর ফর্মূলা মেনেই। তাহলে দিদির রাজ্যেই এর ব্যতিক্রম কেন? আকাশ থেকে পড়লেন এক যুব তৃণমূল নেতা। পাল্টা প্রশ্ন করলেন, মানে? কি বলতে চান? আরে এই রাজ্যের একমাত্র উপনির্বাচনে মহেশতলায় তো আপনাদের তো কোন জোটই হল না। বরং কংগ্রেস সিপিএম জোট করে জোটের প্রবক্তা দিদির বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে পড়ল। এমনকি দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল বিজেপি। বুঝিয়ে বলতেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন তরুণ তুর্কি নেতাটি। তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, আসলে আপনারা রাজনীতিটাই বোঝেন না। আরে বাবা, প্রথমত এটা বিধানসভার উপনির্বাচন। দ্বিতীয়ত এখানে আমাদের জোটের প্রয়োজনই নেই। নিজেরাই একাই একশো। এছাড়া কংগ্রেস সিপিএম দুটোরই বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। জোট করে লড়ে বিজেপির সুবিধা করে দিল। দিদিই তো বলেছেন বাংলায় জগাই-মাধাই আর বিদাই এক হয়েছে। প্রমাণ হল তো? আচ্ছা, তাহলে যে যেখানে শক্তিশালী সেখানে জোটের প্রয়োজন হবে না তাই তো? এবার অসুবিধা বুঝে ধীরে ধীরে সরে পড়লেন নেতাটি।

আসলে নিতান্তই নবীন এই নেতাটি যে কথাটি বলতে পারেন নি, সেটা হল জোটের নামে ঐক্য দেখানো যতটা সোজা নিজের নিশ্চিত সাফল্য জোটের হাতে তুলে দেওয়া ততটাই কঠিন। এইজন্যই ১৯৭৭ সালে ইন্দিরাজীকে ধরাশায়ী করতে সকলকে নিজেদের দল ছেড়ে নতুন দল গড়তে বলেছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। গঠিত হয়েছিল জনতা দল। পর্যুদস্ত হয়েছিলেন ইন্দিরা। কিন্তু এখন সেই বাঁশও নেই, বাঁশরিও নেই। যিনি হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা হয়ে সকলকে তাঁর পিছনে টেনে আনবেন। কংগ্রেসও ক্রমশ তার গ্ল্যামার হারাচ্ছে। যদিও জনতা দলের নামে সে জোটের সাফল্য বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। বদল হয়েছিল বটে, কিন্তু তা ছিল বেদনাদায়ক। জোটের নামে একের পর এক আঞ্চলিক দল ক্ষমতায় এসেছে আর গিয়েছে। ভারতবর্ষ পিছিয়েই পড়েছে। বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছে বড় জাতীয় দলের শাসন। কংগ্রেস, তারপর বিজেপি। জোটের গদি হারানো সেই কংগ্রেস এখন ক্ষয়িষ্ণু। নিজের শক্তি হারিয়ে ফের জোটের নামে ফিরে পেতে চাইছে ক্ষমতা। এখানেও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শেষ নেই। কেউ দূরে রাখতে চায় রাহুলকে, কেউ আবার কাছে। তাই আশঙ্কা স্থায়ীত্বের সংকট ফিরে আসছে না তো ভারতে?

নেতার ফোনে রণে ভঙ্গ স্বাস্থ্য আধিকারিকদের

জিজ্ঞাসাবাদ চলছিল ভালই, হঠাৎ উধাও আধিকারিকরা। -নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোনারপুরে এক নেতার সব কিছু ব্যাপারে ছড়ি ঘোরানোর অভ্যাস রয়েছে। শুধু তাই নয়, থানা থেকে প্রশাসনিক ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে থাকে চুপিসারে। ঠিক এই রকম ভাবে নির্দেশ দিলো সোনারপুর বিডিও ও স্বাস্থ্য আধিকারিকদের। বহুদিন ধরে চলছিলো এক অবৈধ নার্সিংহোম। কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি নার্সিংহোমের মালিক। নার্সিংহোমের নাম হরসিত নার্সিং হোম। এর আগে অনেক বার এই নার্সিংহোমটি বন্ধ করে দেবার জন্য এলাকার মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছিলো। রোগীদের চিকিৎসায় গাফিলতির জন্য দুর্ঘটনা ঘটে। এরপর পাঁচের পাতায়

মতুয়া মহাসঙ্ঘে ফাটল ধরাচ্ছে ঠাকুরবাড়ির রাজনীতি

কল্যাণ রায়চৌধুরী, ঠাকুরনগর : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িকে এ রাজ্যের মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্তরা একপ্রকার পীঠস্থান বলেই মনে করেন। মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত মতুয়া মহাসঙ্ঘ মহাব্যপ্তি লাভ করে গুরুচাঁদ ঠাকুরের আমলে। ঠাকুর পরিবার এই সম্প্রদায়ের কাছে এতকাল যাবৎ এক নীতি আদর্শের পরিবার হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। কিন্তু রাজনীতির জাঁতাকলে আজ তা বিভাজিত। কার্যত যার সূচনা হয় ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়। রাজনীতিতে ঠাকুর পরিবারের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণই এই বিভাজনের সূত্রপাত। এমনটাই অভিমত মতুয়া বিশেষজ্ঞদের। কারণ ঠাকুরবাড়িতে রাজনীতিকরণ মতুয়ারা ভালচোখে দেখেনি। একারণে রাজনৈতিক মেরুকরণ থেকে সরে আসার লক্ষ্যে মতুয়া মহাসঙ্ঘের একটা বড় অংশ বেরিয়ে এসে হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ মতুয়া মহাসঙ্ঘ গঠন করে গত সেপ্টেম্বরে। চলতি বছরের গত মার্চ মাসে সংগঠনটি সরকারি নথিভুক্তিকরণ লাভ করে বলে জানালেন সংগঠনের সহ সম্পাদক শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের প্রথমসারির মতুয়া ধর্ম প্রচারকরা রয়েছেন এই সংগঠনে। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন মৃণাল গোঁসাই, সুদাম পাগল, হারাধন গোঁসাই, কৃত্তিবাস গোঁসাই, ভরত গোঁসাই, সোনা পাগল প্রমুখ বলে দাবি করেন মহীতোষ বাবু। এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, 'শাসক দলের পক্ষ থেকে একমুখীভাবে পশ্চিমবঙ্গের কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নাম বারবার প্রচারের আলোতে আনা হচ্ছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের নব রূপায়ণের ক্ষেত্রে মতুয়াদের যে একটা অবদান রয়েছে, শাসকদলের পক্ষ থেকে তা একবারও উল্লেখ করা হচ্ছে না। পরিবর্তে ঠাকুরবাড়ির অভ্যন্তরে রাজনীতির বীজ বপন করে, পারিবারিক বিভাজন ঘটিয়ে সুসংগঠিত মতুয়া শক্তিকে খর্ব করা ও সুকৌশলে মতুয়া সম্প্রদায়কে টুকরো টুকরো করার একটা চক্রান্ত চলছে। একারণে রাজনৈতিক মেরুকরণ থেকে সরে এসে এবং হরি-গুরুচাঁদের রাজনীতিমুক্ত ও সামাজিক উন্নয়নমুখী ধর্মীয় আদর্শের প্রচার ও প্রসার ঘটালেই এই নবগঠিত সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য।' পাশাপাশি সংগঠনের পক্ষ থেকে সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যন্ত শাসকদল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা রাখার কথাও উল্লেখ করেন মহীতোষবাবু।

পোশাকের রং বদল প্রতিবাদে নার্সরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এর আগে সাদা জুতোর বদলে কালো জুতো এবং গহনা পরার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা। এবার আধুনিক নার্সিং-এর প্রতিষ্ঠাত্রী ফ্লোরেন্স নাইট অ্যাঙ্গেলের চালু করা ২১৮ বছরের ঐতিহ্যশালী সাদা পোশাকের রং বদলে নীল করার চেষ্টা করছে রাজ্য

কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রতিবাদের মঞ্চে নার্সরা। -নিজস্ব চিত্র

সরকার। এমনই অভিযোগ শোনা গেল গত ৩১ মে কলকাতা প্রেস ক্লাবে নার্সেস ইউনিটি নামক সংগঠনের সাংবাদিক সম্মেলনে। সম্পাদিকা পার্বতী পাল বলেন, শীঘ্রই এই রং বদলের প্রস্তাব আসতে চলেছে। ষড়যন্ত্র চলছে নার্সদের মর্যাদা হরণের, তাই আগে ভাগেই প্রতিবাদে সামিল তাঁরা। তাঁর দাবি এই প্রস্তাব বিরাট অংশের নার্সদের মধ্যে আলোড়ন ফেলেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

নজরুলের স্পর্শে প্রাণ ফিরে পেল দুই বাংলার হৃদয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : জৈষ্ঠ্যের এগারো। শনিবার। তপ্ত দুপুর। কলকাতার আলিপুর বার্তা ও ঢাকার বহুমাত্রিক ডট কম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর সহ এক ঝাঁক সহযোগী নিয়ে কলকাতা জাদুঘরের আশুতোষ বার্থ সেন্টিনারি হলে। উদ্দেশ্য ১১৯তম জন্মদিবসে কাজি নজরুল ইসলামকে দুই বাংলার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, নিজেদের মননকে নজরুল রসে সিক্ত করা। পদ্মার বাংলা থেকে এলেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল বিশ্ব বিদ্যালয়ের রেজিস্টার ড. হুমায়ুন কবির ও দৈনিক সংবাদ মাধ্যম প্রতিদিনের চিত্র পত্রিকার সম্পাদক অয়ন আহমেদ। গঙ্গার বাংলা থেকে হাজির রাজ্যের দরদী মানুষ শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক, গবেষক ও অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ, বারাসতের পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. বাসব চৌধুরী, সমাজসেবিকা রাজ্যশ্রী চৌধুরী ও প্রাক্তন পুলিশ কর্তা মানবপ্রেমী অরিন্দম আচার্য। দর্শকাসনে গুণিজনের সমারোহ। মঞ্চ নিয়ে প্রস্তুত আলিপুর বার্তার সম্পাদক জয়ন্ত চৌধুরী ও বহুমাত্রিকের আশরাফুল ইসলাম। সঙ্গী প্রিয়ম গুহ ও কুনাল মালিক।

সঞ্চালক নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রণব গুহর আহ্বানে মঞ্চ আলোকিত হতেই ঝুলি খুলে গেল অজানার। মন্ত্রী গুরুদেব ও বিদ্রোহী কবির সম্পর্ককে অন্য মাত্রায় তুলে ধরলেন। মন্ত্রীত্ব ছাপিয়ে উঠে এলেন নজরুলময় শোভনদেব। সকলেই আনন্দে

বাঁ দিক থেকে নীলাদ্রি ব্যানার্জী, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ড. বাসব চৌধুরী, ড. শঙ্কর ঘোষ, ড. হুমায়ুন কবির, অয়ন ইসলাম, আশরাফুল ইসলাম, ড. জয়ন্ত চৌধুরী। ছবি : উৎপল রায়।

হতবাক। চলচ্চিত্রে নজরুলের অবদানকে যেভাবে অবলীলায় সকলের সামনে তুলে ধরলেন তাতে বুঝিয়ে দিলেন গবেষণার গভীরতা। উপাচার্য বাসববাবু নজরুল তর্পণে খুলে দিতে চাইলেন আজকের যন্ত্রণাক্লিষ্ট হৃদয়ের দৃষ্টি। সমান সঙ্গত করলেন রাজ্যশ্রীও। নজরুলময় হয়ে উঠল দুই বাংলার এই মঞ্চ। সমৃদ্ধ হলেন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক সহ সমাজসেবীরা। উপরি পাওনা ছিল হলের বাইরে তথ্য সংস্কৃতি দফতরের পোস্টার প্রদর্শনী। যার শীর্ষক 'একতাই সম্প্রীতি।'

শুরু হয় সঙ্গীত শিল্পী গৌতম দের ভাটিয়ালি গানে। শেষ হল আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী ও বহুমাত্রিকের সম্পাদক মো আশরাফুল ইসলামের ধন্যবাদ জ্ঞাপনে। তর্পণের আবহ তৈরি করে দিল আলিপুর বার্তার সহ সম্পাদক কুণাল মালিকের বিদ্রোহী কবির লিখিত অংশ বিশেষের পাঠ।

বিস্তারিত ছয়ের পাতায়

সমস্যায় জর্জরিত লক্ষ্মীবালা হাসপাতাল
পাঁচের পাতায়

কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরী টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী, কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত
কলকাতা-৭০০ ১২৪
ফোন : (০৩৩)২৫৫২ ০১৭৭
মোঃ - ৯৮৩৬১৮৪৭১২

Alipur Barta: 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 32, 2 June - 8 June, 2018

বাজারের রঙ এখন আপাতত সবুজ, তবে লাল হতে কতক্ষণ

পার্থসারথি গুহ

শেয়ার বাজারের মুড বোঝা আর হাওয়া অফিসের ভবিষ্যতবাণী বোঝা অনেকটা এক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কখন কে কোন দিকে মোড় নেবে তাও বোঝা দুষ্কর। তবে একটা জিনিস পরিস্কার রাজনৈতিক টালবাহানা দেশে যাই থাকুক না কেন তা অর্থবাজারের ওপর খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারছে না। সেজন্যই তো ৩ মাসের কারেকশনকে তুড়ি মেরে বাজার ফের ওপর দিকে যাওয়া শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, আগামী এক বছর বাজারের এই স্থিতাবস্থা থাকার কথা। যদিও মাঝেমধ্যেই কিছু ভোলাটাইল পরিস্থিতির আমদানির কথাও তাঁরা ইঙ্গিত করছেন। সেজন্য বিরাট কিছু পতনের সম্ভাবনা এই মুহূর্তে অবশ্য নেই বলেই মনে হচ্ছে।

ভারতের শেয়ার বাজার একাধারে যখন তার সর্বোচ্চ অবস্থানের কাছে বসে আছে, ঠিক তখনই কিছু শেয়ার তথা সেক্টরে লাগাতার প্রাইজ কারেকশন চলছে। শেয়ারের দামে এই সংশোধনী নেমে আসায় বহু লগ্নিকারী বাজারের এই শৃঙ্গে থাকার মজাটা উপভোগ করতে পারছে না। যা সত্যি বলতে এই বুল রাজত্বে খুব বৈসাদৃশ্যও বটে। তাও এই ভবিতব্যকে মেনে

অর্থনীতি

নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। কারণ বাজারটার নামম যেহেতু শেয়ার বাজার, সেহেতু এখানে কোনও ওস্তাদের কোনওরকম ওস্তাদি দলে না। বড়জোর তাঁরা একটা দিকনির্দেশ করতে পারেন মাত্র। তাও সবসময় তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে এমনটা নয়। অর্থ বাজারের ইতিহাসে কোনওদিন কেউ মাতব্বরি করে চলে যাবে তা আজ পর্যন্ত হয়নি। আসলে এই বাজারের গতিবিধি ধরে ভবিষ্যতবাণী করা আর ভগবান লাভ করা কার্যত এক। কারণ ক্ষণে ক্ষণে নিজের রং পালটে ফেলে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কখনও

অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্ততপক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে।

এমনিতে ভারতীয় সূচক বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিদেশিদের অবদান বিশালাকার লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু কখনই তা বাজারের কর্তৃত্ব দখল করতে পারেনি। কারণ পরবর্তী কালে দেখা গিয়েছে এই বিদেশিদের হাত ধরেই বাজার ব্যাপকভাবে পড়ে গিয়েছে। মোদ্দা কথা হল, লগ্নি এখানে কখনই স্থায়ী নয়। বিদেশিদের ভূমিকা এখানে অনেকটা পরিযায়ী পাখির মতো। যখন কোথাও তাঁরা জুড়ে বসেন তখন তা ফুলেফেঁপে উঠলেও আবার নিচে আসতেও তা সময় নেয় না। এঁরা খানিকটা উদ্দীপকের সঞ্চালনা করে থাকেন। যা বাজারের ওঠাপড়ার ওপর দারুণভাবে প্রভাব ফেলে থাকে। এবার দেখে নেওয়া যাক শেয়ার বাজার বাড়েই বা কেন, আর পতনের পিছনেই বা এমন কী কারণ থাকে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে কথাটা উঠে আসে তাহল ইতিবাচক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থান সর্বোপরি বাজারে চাহিদা গড়ে ওঠা। আবার পতনের ক্ষেত্রে ঠিক উলটো দিকটাই সংগঠিত হয়ে থাকে। বস্তুত এভাবেই শেয়ার বাজার নিজের অভিধান তৈরি করে নিয়েছে। যার বিভিন্ন তাৎপর্য ও সংজ্ঞা বোঝা সাধারণের লগ্নিকারীর পক্ষে সম্ভব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মাথার ওপর দিয়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

এমতাবস্থায় জুন–জুলাইতে নিফটি ফের ১১ হাজার হবে বলে অধিকাংশ লগ্নিকারী তথা ব্রোকিং হাউজ দাবি করছে। এই ১১ হাজার হল নিফটির ক্ষেত্রে একটা ডবল টপ। যেটা জানুয়ারিতে একবার সংগঠিত হয়েছে। অপেক্ষা আরও একবার তা স্পর্শ করার। অর্থাৎ ভারতের নিফটিও ঠিক এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিঙ্গলস নিয়ে হোক বা বাউন্ডারি হাঁকিয়ে নিফটি হয়তো কদিনের মধ্যেই ১১ হাজারের লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করবে। সেটা নিয়ে খুব যে হাঁকডাক লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা অবশ্য নয়। কারণ, অনেকেরই মাই ডিয়ার শেয়ার বা সেক্টর ধরাশায়ী হয়ে পড়ে আছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২ জুন – ৮ জুন, ২০১৮

মেষ : সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। অর্থ সঞ্চয়ে বাধা। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

বৃষ : পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। আয় ভালই হবে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে কাজগুলি যথাযথভাবে করতে সক্ষম হবেন। এবং তাতে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মের যোগ রয়েছে।

মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভের যোগ রয়েছে। গৃহে আত্মীয়–কুটুম্বের সমাগম ঘটবে। যাঁরা শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের ক্ষেত্রে সময়টি শুভ। মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় রেখে চলতে পারবেন।

কর্কট : অর্থনৈতিক বিষয়ে চাপের সৃষ্টি হবে। কিন্তু আপনি অর্থ পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। শিরঃপীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। ধর্মীয় বিষয়ে নূতন পরিকল্পনা করতে পারেন। মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলতে হবে।

সিংহ : সিংহের মত এগিয়ে চলুন, আপনার সফলতা আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে বিরোধ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল হবেনা। কর্মস্থলে কিছু সমস্যায় পড়তে পারেন। বুদ্ধি করে চলতে হবে।

কন্যা : আপনাকে বিবিধ সমস্যায় পড়তে হবে কিন্তু আপনি তার সমাধান করে ফেলতে সমর্থ হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও ছিদ্রান্বেষী লোকেরা ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। বাত বা বাতজাতীয় পীক্ষায় কষ্ট।

তুলা : শরীর নিয়ে বিবিধ সমস্যায় পড়বে। আর্থিক বিষয়েও চাপের সৃষ্টি হবে। মনের শান্তি বজায় থাকবে না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে গোলমালের কিছুটা অবসান হতে পারে। এখনি নূতন ব্যবসায় হাত দেবেন না। শিক্ষায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

বৃশ্চিক : বিভিন্ন রকম গোলমালের মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে। হতাশায় ভেঙে পড়লে চলবে না। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। কর্মের যোগাযোগ রয়েছে। চলাফেরায় সতর্ক হবেন।

ধনু : অতিরিক্ত চিন্তা থেকে আপনাকে স্নায়ু রোগে কষ্ট পেতে হবে। খাওয়া–দাওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সংযম থাকতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পায়ে হাড়ের উপর চোট লাগতে পারে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সন্তান বিষয়ে শুভ।

মকর : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভের যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় সমস্যা থাকলেও সাফল্য পাবেন। সপ্তাহের শেষের দিকে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। দায়িত্বমূলক অথবা, আয় আগের তুলনায় ভাল হবে।

কুম্ভ : মাথা গরম করলে কোন কাজ ঠিকমত করতে পারবেন না। ধীর–স্থির হয়ে খুব চিন্তা করে কাজ করতে হবে। অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে অর্থ রোজগার করতে হবে। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে মনোমালিন্য ঘটবে।

মীন : কবি বা সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হলেও বাধা আসবে। শরীর আগের তুলনায় ভাল হবে। তবুও সাবধানে থাকা দরকার। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ক্রোধ কমাতে হবে।

কলকাতা পুলিশে ১৯৫ সিভিক ভলান্টিয়ার

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৫ জন সিভিক ভলান্টিয়ার নেবে কলকাতা পুলিশ। নিয়োগ করা হবে কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন ডিভিশন ও ইউনিটে। প্রথমে ২ সপ্তাহের ট্রেনিং। মহিলারাও আবেদন করতে পারেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : FRC/Recruit/05/2018.

শূন্যপদের বিবরণ : ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট : ৬০টি, কলকাতা পুলিশ ডগ স্কোয়াড : ১০টি, কলকাতা মাউন্টেড পুলিশ : ১০টি, পুলিশ হাউসিং এস্টেট : ৭০টি, কলকাতা পুলিশ স্পোর্টস সেকশন : ২৫টি, ইস্ট ডিভিশন, কলকাতা পুলিশ : ২০টি। ইস্ট ডিভিশনের ক্ষেত্রে শুধু মহিলারা আবেদন করবেন। অন্যান্য ইউনিটের ক্ষেত্রে পুরুষ–মহিলা উভয়ই আবেদনের যোগ্য।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট। শারীরিকভাবে সুস্থ হতে হবে। খেলাধূলায় পারদর্শী হলে এবং এন সি সি ক্যাডেট বা বয় স্কাউট বা এন এস এস গাইড বা সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রধিকার। কলকাতা পুলিশের আওতাধীন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দারা অগ্রাধিকার পাবেন। অতিরিক্ত যোগ্যতা : ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার এবং ডেটা এন্ট্রি বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। ডগ স্কোয়াড এবং মাউন্টেড পুলিশের ক্ষেত্রে জীবজন্তুর সঙ্গে মেলামেশায় স্বাচ্ছন্দ হতে হবে। হাউসিং এস্টেটের ক্ষেত্রে প্লাম্বিং বা কার্পেন্ট্রি বা ইলেক্ট্রিক বা মেসনারির কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। স্পোর্টস সেকশনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে রাজ্যস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকতে হবে। বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ২০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। তবে, কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, নির্বাচিত প্রার্থীরা কলকাতা পুলিশ বা রাজ্য সরকারের অন্য কোনও দফতরে এই নিয়োগকে স্থায়ী চাকরি বলে দাবি করতে পারবেন না।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.kolkatapolice.gov.in দরখাস্তের বয়ান এ–ফোর মাপের কাগজে প্রিন্ট করিয়ে নেবেন। যে–কোনও একটি ইউনিটের শূন্যপদের জন্য আবেদন করবেন। দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন : APPLICATION FOR THE POST OF CIVIC VOLUNTEER. দরখাস্ত যে–ইউনিটের শূন্যপদের জন্য আবেদন করেছেন সেই ইউনিটের ঠিকানায় রাখা নির্দিষ্ট ড্রপ বক্সে ৫ জুন বিকেল ৫টার মধ্যে সরাসরি গিয়ে জমা দিতে হবে। দরখাস্ত জমা দিতে হবে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে এই ঠিকানায় : Deputy Commissioner of Police (II), Ditective Department, 18, Lalbazar Street, Kolkata–700 001 এবং অন্য সবক'টি ইউনিটের ক্ষেত্রে জমা দেবেন এই ঠিকানায় : Deputy Commissioner of Police, Home Gurard Organization, 29, R. N. Mukherjee Road, Kolkata 700 001.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* প্রার্থীর এক কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যায়িত ফটো। ফটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।
* বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
* প্রার্থীর সচিত্র পরিচয় পত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
* যথাযথ কর্তৃপক্ষের থেকে পাওয়া স্পোর্টস সার্টিফিকেট। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল।

সরকারি হাসপাতালে ৩৪৪ নিরাপত্তারক্ষী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারি হাসপাতালে ৩৪৪ জন সিকিউরিটি পার্সোনেল নিয়োগ করবে কলকাতা পুলিশ। নিয়োগ হবে এক বছরের চুক্তিতে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : FRC/Recruit/06/2018.

ডিভিশন অনুসারে শূন্যপদের বিবরণ : নর্থ ডিভিশন : টালা পুলিশ স্টেশন : ২৯টি, জোড়াবাগান পুলিশ স্টেশন : ১৩টি, কাশীপুর পুলিশ স্টেশন : ১৩টি। ইস্টার্ন সুবার্বান ডিভিশন : এন্টালি পুলিশ স্টেশন : ২৫টি, ফুলবাগান পুলিশ স্টেশন : ২৫টি, বেলেঘাটা পুলিশ স্টেশন : ২৫টি। সেন্ট্রাল ডিভিশন : বৌবাজার পুলিশ স্টেশন ১৩টি। সাউথ ডিভিশন : ভবানীপুর পুলিশ স্টেশন : ৬৩টি। সাউথ ইস্টার্ন ডিভিশন : বেনিয়াপুকুর পুলিশ স্টেশন : ২৫টি। সাউথ সুবার্বান ডিভিশন : যাদবপুর পুলিশ স্টেশন : ৩৩টি, নেতাজিনগর পুলিশ স্টেশন : ৯টি। সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিভিশন : পর্ণশ্রী পুলিশ স্টেশন : ৯টি, সরশুনা পুলিশ স্টেশন : ৩টি। পোর্ট ডিভিশন : নাদিয়াল পুলিশ স্টেশন : ৯টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট। প্রার্থীকে অবশ্যই কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অধীনস্থ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনের আওতাধীন এলাকার বাসিন্দারা অগ্রাধিকার পাবেন। খেলাধূলায় পারদর্শী হলে এবং এনসিসি ক্যাডেট বা বয় স্কাউট বা এনএসএস ভলান্টিয়ার বা সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার বা সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা বা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট–সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। প্রার্থীকে শারীরিকভাবে সুস্থ হতে হবে। বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ২০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ৫০ নম্বরের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউয়ে প্রশ্ন হবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং নিরাপত্তা রক্ষা বিষয়ে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.kolkatapolice.gov.in অথবা ফর্ম সংগ্রহ করতে পারেন এই ঠিকানা থেকে : Office of the Deputy Commissioner of Police, Enforcement Branch, 112, Ripon street, Kolkata 700 016. দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ পূরণ করা দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন : APPLICATION FOR THE POST OF SECURITY PERSONNEL IN GOVT. HOSPITALS, KOLKATA ON CONTRACTUAL BASIS–2018. দরখাস্ত ৬ জুন বিকেল ৫টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনে রাখা ড্রপ বক্সে সরাসরি জমা দিতে হবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* প্রার্থীর এক কপি রঙিন পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফটো। ফটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে নেবেন।
* বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* অন্যান্য যোগ্যতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

উত্তর চব্বিশ পরগণায় ৯৯০ স্টাফ নার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯০ জন স্টাফ নার্স নেবে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি। চুক্তিতে নিয়োগ হবে ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশনে। কেবল মহিলারা আবেদন করবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : DH&FWS/NHM/2018/944.

ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদের বিবরণ : সাধারণ ১০৩, তফসিলি জাতি ৪৩, তফসিলি উপজাতি ১১, ওবিসি–এ ১৯, ওবিসি–বি ১৪।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারিতে ডিপ্লোমা। স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ৬৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন : প্রতি মাসে ১৭,২২০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে মেধার ভিত্তিতে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করতে পারেন এই দুটি ওয়েবসাইটের যে কোনও একটির মাধ্যমে : www.wbhealth.gov.in, www.north–24parganas.gov.in দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ পূরণ করা দরখাস্ত ভরা খামের ওপর যে–পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। দরখাস্ত সাধারণ বা রেজিস্টার্ড ডাক বা স্পিড পোস্টের মাধ্যমে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : Office of the Chief Medical Officer of Health, Banamalipore, (Nursing Tranning School, District Hospital Campus), Barasat, North 24 Parganas, Pin 700 124. দরখাস্ত পৌঁছনোর শেষ তারিখ ৬ জুন। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলি।

পূরণ করা আবেদনের সঙ্গে দেবেন

* ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা (সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা) ফি 'District Health & Family Welfare Samiti'–এর অনুকুলে (অ্যাকাউন্ট নম্বর ৪২৪২১০১০০০৩৬৭১১, IFSC Code : BKID0004242, বারাসত ব্রাঞ্চ) প্রদেয় হতে হবে। ফি নগদে জমা দেওয়া যাবে ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়।
* প্রার্থীর এক কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফটো। ফটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।
* বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* আধার কার্ড বা ভোটার কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

শব্দবার্তা ৮১

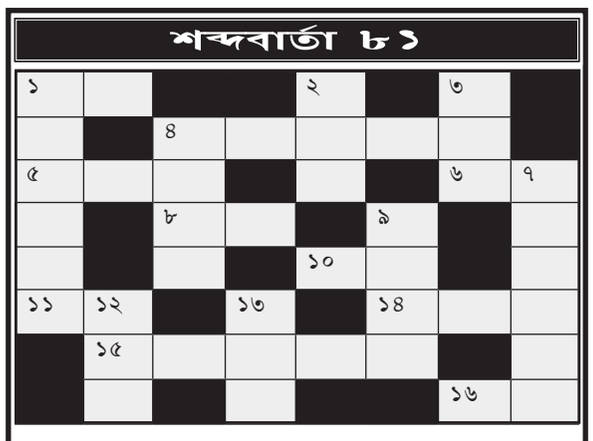

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। প্রাণ ৪। বয়স বাড়লে কমে যায় ৫। বিচারক ৬। ফুল, পাখি ৮। যুগ্ম বস্তু ১০। পিতৃব্য, কাকা ১১। 'আমার মাথা — করে দাও হে' ১৪। পরমান্ন ১৫। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি ১৬। ভদ্র।

উপর–নীচ

১। মৃত্যু ২। দস্তখত, সই ৩। সম্মানসূচক উপাধি ৪ দুর্বল ৭। অতি দরিদ্র অবস্থা ৯। অর্ধেক সাদা ও অর্ধেক কালো ১২। সূর্য ১৩। 'রাজা, তোর — কোথায়'।

সমাধান : শব্দবার্তা ৮০

পাশাপাশি : ১। আত্মপ্রকাশ ৪। কন্যারত্ন ৫। উলটি ৬। চন্দ্রিমা ৭। কান ১০। নব ১২। গরিবি ১৩। সবুর ১৪। মিসিবাবা ১৫। সহমরণ।
উপর–নীচ : ১। আপ্তবচন ২। শকটিকা ৩। যত্ন ৫। উমান ৮। নগর ৯। অবিস্মরণ ১১। বসবাস ১৪। মিশ্র।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

গড়বালিয়া স্কুল মোড়ে প্রতীক্ষালয় নির্মাণের দাবি

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত শিয়ালডাঙার অঞ্চলে গড় বালিয়া স্কুল মোড় বাস স্টপেজে কোনও যাত্রী প্রতীক্ষালয় না থাকায় এলাকাবাসী নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে স্কুল ছাত্রীদের ক্ষোভ দিনের পরদিন বেড়েই চলেছে। গড় বালিয়া স্কুল মোড় থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রয়েছে গড় বালিয়া গার্লস হাই স্কুল যা এলাকা–তথা এলাকার বাইরে থেকেও ছাত্রীরা পড়াশোনা করতে আসে। তাদের সকলের দাবি এই বাস স্টপেজে একটি প্রতীক্ষালয়। গরমে কিম্বা বর্ষায় নিত্যযাত্রী থেকে স্কুলের ছাত্রীদের পড়তে হয় চরম দুর্ভোগে। বর্ষায় জল ও গরমে রোদের হাত থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিতে হয় স্থানীয় দোকানে। কিন্তু আর কত দিন? এই রুট দিয়ে হাওড়া থেকে খাঁদারমাঠ মিনিবাস ও এই রুটে ট্রেকার–অটো–টোটো এবং নিত্য যানবাহন যাতায়াত করে। স্কুল ছুটির পর প্রতীক্ষালয় না থাকায় ছাত্রীরা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে বাসের প্রতীক্ষায়। যে কোনও সময়ে ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা। প্রশাসন নির্বিকার। ভোট আসে ভোট যায় সকলে এই দাবি বোকা বাক্সে বন্দী হয়ে যায়। আর এই ভাবেই নিত্য যাত্রা থেকে স্কুল ছাত্রীদের কেটে যায় রোদ–বৃষ্টি। প্রশাসন যদি একটু উদ্যোগী হয়ে যাত্রা প্রতীক্ষালয় নির্মানে এগিয়ে আসে তাহলে স্কুল ছাত্র–ছাত্রী থেকে নিত্যযাত্রী সকলে রোদ বৃষ্টি থেকে মুক্তিপ্রায়।

দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরে এপি নগরে মন্মথ পাটোয়ারির বাড়ি থেকে নগদ ৫৬ হাজার টাকা ও অন্যান্য মালপত্র চুরি যাওয়ায় আতঙ্ক জন্মেছে এলাকার বাসিন্দাদের। রাতের বেলায় মন্মথ পাটোয়ারি ও তার স্ত্রী কল্পনা পাটোয়ারি খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েন। ঠিক সেই সময় চোরেরা বাড়িতে ঢুকে চুরি করে। পরের দিন সকালে উঠে দেখেন মিস্টার পাটোয়ারি, তার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। এরপর চিৎকার শুরু করতে আশেপাশের লোকজন এসে দরজা খুলে দেয়। সন্দেহ হতে পাশের ঘরে গিয়ে দেখেন লন্ডভন্ড সমস্ত জিনিস ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। অন্যান্য দামী জিনিস নেই। বাক্স খুলে দেখেন তার ৫৬ হাজার টাকা নেই। কপালে হাত। থানা থেকে সামান্য দূরে এই চুড়ির ঘটনা এলাকার মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে। পাটোয়ারী পরিবার সোনারপুর থানায় অভিযোগের করেছে, তার ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

পেট্রল–ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে যুব তৃণমূলের ধর্না

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির বিড়লাপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজেপি সরকারের নানা জনবিরোধী রীতির বিরুদ্ধে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এক ধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল গত ৩১ মে। বজবজ–১ ও বজবজ–২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল ও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আয়োজনে এই কর্মসূচি হয়। মূলত পেট্রল ও ডিজেলের লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য

বৃদ্ধি হচ্ছে। যার ফলে সমাজের মধ্যবিত্ত ও গরিব সম্প্রদায়ের মানুষের ভীষণ সমস্যা হচ্ছে। এই ধর্না মঞ্চে তৃণমূল নেতারা মোদীর ''আচ্ছে দিনের'' স্বপ্নকে কটাক্ষ করেন। জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি সওকত মোল্লা, কার্যকরী সভাপতি অনিরুদ্ধ হালদার, পূজালি ও বজবজ পুরসভার চেয়ারপার্সন রীতা পাল ও ফুলু দে, বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, যুব নেতা বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখ বাপী সভায় বক্তব্য রাখেন। সমগ্র সভাটি সঞ্চালনা করেন বজবজ–১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বজবজ–২ নম্বর ব্লকের পর্যবেক্ষক শ্রীমন্ত বৈদ্য।

সুন্দরবনে গেরুয়ার উত্থান

আক্রান্ত কর্মীদের বাড়িতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি

সুভাষ চন্দ্র দাশ, সুন্দরবন : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ও পরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিজেপি কর্মীদের মারধরের পাশাপাশি তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করে লুটপাটের অভিযোগ ও ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। সোমবার গোসাবা ব্লকের রাঙাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন দিলীপ বাবু। দলের কর্মীদের সাথে কথা বলার পাশাপাশি দলীয় ভাবে আক্রান্তদের পাশে থাকার আশ্বাস ও দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

নির্বাচনের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের রাঙাবেলিয়া, সাতজেলিয়া, লাহিড়ীপুর, বালি ২ সহ বিভিন্ন এলাকায় বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটে। এছাড়া নির্বাচনে

গোসাবা ব্লকের একাধিক জায়গায় বিজেপির ভালো ফল করার কারণে সেখানে রাতের অন্ধকারে বাছাই করে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে চলেছে। পাশাপাশি বেধড়ক মারধর করা হচ্ছে বিজেপি কর্মীদের। এমনকি পুলিশের সামনেও বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হলে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। এখনও গোসাবা ব্লকের বহু বিজেপি কর্মী সমর্থক ঘরছাড়া হয়ে রয়েছেন। এ বিষয়ে গোসাবা থানায় একাধিক অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই কারণে সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলা নেতৃত্ব দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে সাথে নিয়ে গোসাবা ব্লকের একাধিক এলাকা পরিদর্শন করেন।আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের বাড়ি পরিদর্শনের পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন দিলীপ বাবু। তিনি বলেন, সারা বাংলা জুড়ে বিজেপি সহ বিরোধীরা আক্রান্ত। তৃণমূল কংগ্রেস পুলিশ প্রশাসনকে সাথে নিয়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে আমাদের কর্মী সমর্থকদের উপর। তাদের একটাই দোষ যে তারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে বা বিজেপি দলের সমর্থক। আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পশ্চিমবঙ্গের বুক থেকে এই সন্ত্রাসের অবসান ঘটুক। আমরা দলের সমস্ত কর্মীদের পাশে আছি। এদিন নদীপথে বোটে করে গোসাবার বিভিন্ন দ্বীপে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে দেখেন দিলীপবাবু।

বঞ্চনার দাঁইহাট দেখবে কি উন্নয়ন

সময় মাত্র দু'বছর

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: নতুন পুরবোর্ডে তৃণমূলের আড়াই মাস অতিক্রান্ত। মেয়াদ শেষ হতে হাতে আর দু'বছরও সময় নেই। এর মধ্যেই বঞ্চনার শহর দাঁইহাটে উন্নয়নের জোয়ার বইবে কীভাবে এনিয়েই এলাকাবাসীর মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুরচেয়ারম্যান শিশির মণ্ডল অবশ্য জানিয়েছেন, তিনি শহরের উন্নয়নে সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

পূর্ব বর্ধমানের সীমান্তবর্তী দাঁইহাট শহর পদে পদে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনা ও অনুন্নয়নের শিকার বলে পুরবাসীর অভিযোগ। প্রাচীন এই শহরের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এখনও কৃষিজমি ও জলাভূমি রয়েছে। মোট ১৪টি ওয়ার্ডের এই শহরের আয়তন ১০.৩৬ বর্গ কিমি। আয়তনের বিচারে জেলার মধ্যে তৃতীয় স্থানে দাঁইহাট। এমনকি, জনবসতিও আশানুরূপ নয়। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে শহরের লোকসংখ্যা মাত্র ২৪৩৯৭ জন। যা ২০০১ সালের পর ১০ বছরের মধ্যে বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ। শহরে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা ১০ নং ওয়ার্ডে এবং সবচেয়ে কম জনবসতিপূর্ণ এলাকা হল ৪ নং ওয়ার্ড। শহরের ২, ৯ এবং ১০ নং ওয়ার্ড ভাগীরথী নদীর বাঁধ বরাবর অবস্থিত হওয়ায় স্বাভাবিক কারণে বন্যাপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। অন্যান্য এলাকাগুলির মধ্যে ১, ১১, ৭, ৮, ১২, ১৩, ১৪ ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে কৃষিজমি ও জলাভূমি রয়েছে। বাদবাকি ৩, ৪, ৫ এবং ৬ নং ওয়ার্ডগুলি শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত।

এমন একটি পুরশহর এই মা মাটি সরকারের রাজ্যেও অনুন্নয়নের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। কার্যত শিল্পবিহীন এই শহরের কেন্দ্রে একটি মাত্র সবজি

দাঁইহাটের পুরভবন ও কৃষিজমি অধ্যুসিত এলাকা

বাজার। নামমাত্র একটি বাসস্ট্যান্ড থাকলেও সারাদিনে কোনও বাসের দেখা মেলে না বললেই চলে। দাঁইহাট স্টেশন ও ফেরিঘাট থেকে বিভিন্নদিকে যাতায়াতের জন্য কিছু অটো, টোটো ও প্যাডেল রিকশ আছে। দু'টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং উচ্চ বিদ্যালয় থাকলেও কোনও কলেজ নেই। অথচ এখানে একটি কলেজ স্থাপনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মহলে তৎপরতা চললেও তার কোনও ইতিবাচক দিক এখনও পর্যন্ত মেলেনি। এলাকার আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটি পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে। শবদাহের জন্য ভাগীরথী নদীর তীরে একটি কাঠের শবদাহ চুল্লি রয়েছে। যেখানে ঘোর বর্ষায় শবদাহ করতে গিয়ে বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের খুবই অসুবিধার মধ্যেও পড়তে হয়। পুরবাসীর অভিযোগ, শহরে নিকাশিব্যবস্থার হাল মোটেই ভালো নয়। অনেক জায়গাতেই পাকা ড্রেন নেই। রাস্তাও বেহাল। পুরসভার নিজস্ব কোনও ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ড নেই। বাড়ি বাড়ি থেকে সেপটিক ট্যাংকের মল সংগ্রহের জন্য অত্যাধুনিক গাড়িটিও দীর্ঘদিন ধরে বেপাত্তা। পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত জল প্রায়শই পানের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বেশ কিছু জায়গায় এই পানীয় জলের পাইপলাইন বেহাল হয়ে রয়েছে। এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, জনবসতির তুলনায় এই শহর ছোটো হলেও পুরসভায় কর্মী সংখ্যা উপচে পড়ছে।

রাজনৈতিক দলগুলি প্রভাব খাটানোয় বিভিন্ন সময়ে এই কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে পদে পদে বেনিয়ম হয়েছে। এই সব পুরকর্মীর বেতন মেটাতে গিয়ে পুরসভাকে প্রতিনিয়তই আর্থিকভাবে চরম বেগ পেতে হচ্ছে এবং এজন্য উন্নয়নমূলক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটছে।

অনুন্নয়নের ধাক্কায় বেসামাল এমন একটি প্রাচীন শহরের প্রশাসনিক ভবনের চাকচিক্য কিন্তু তাক লাগিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। সিপিএমের হাত থেকে মাঝপথে পুরবোর্ডের ক্ষমতা তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে চলে যাওয়ার পরপরই পুরভবনে লেগেছে নীল–সাদা রংয়ের পোঁচ। কাউন্সিলরদের বৈঠকের জন্য হয়েছে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ও আরামদায়ক সোফা সমৃদ্ধ সুদৃশ্য কক্ষ। বিভিন্ন দিকে যাতায়াতের জন্য বহু লক্ষাধিক টাকায় কেনা হয়েছে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি।

২০১৫ সালে পুরসভার নির্বাচনের আগে সিপিএম মানুষকে অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মানুষও সেই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে সিপিএমকে পুরবোর্ডের ক্ষমতায় নিয়ে আসে। কিন্তু, সিপিএম তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয় বলে অভিযোগ তোলে বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস। এরপর মাস কয়েক আগে সিপিএমের পাঁচজন কাউন্সিলর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। পুরবোর্ড হাতছাড়া হয় সিপিএমের। নতুন পুরবোর্ড গঠনের পর পুরচেয়ারম্যান শহরবাসীকে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন।

এলাকাবাসীর অনেকেই জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে বঞ্চিত দাঁইহাট শহর। বেশিরভাগ সময়ে রাজনৈতিক দলগুলির স্বজনপোষণের নীতি, বেনিয়ম, যোগ্য প্রশাসকের অভাব এই শহরের অনুন্নয়নের জন্য দায়ী। সার্বিকভাবে শহরবাসীর স্বার্থের চেয়ে নেতাদের ব্যক্তিস্বার্থ বড়ো হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণেই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পালন করতে নেতাদের অনিহা। ২০২০ সালে ফের পুরসভার নির্বাচন। শহরের অনেক উন্নয়ন বাকি। হাতেও সময় খুবই অল্প। এসবের প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই শহরবাসীর প্রশ্ন আদৌ দাঁইহাটে উন্নয়নের জোয়ার বইবে তো?

ক্যানিংয়ের ত্রাতা পরেশ রাম দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ এক অনন্য মানবিক মুখ। যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আরো সুদূর প্রসারিত হয়ে বিকশিত হওয়ার অপেক্ষায়। দারিদ্রদের সেবা, মুমুর্ষ রোগীকে সাহায্য, অসহায় কে সহায়তা প্রদান সহ নানা প্রকার সমাজসেবা মূলক কাজ করে চলেছেন ক্যানিংয়ের যুবক পরেশ রাম দাস। রাজনৈতিক দিক দিয়ে পরেশ রাম দাস কে যত ব্যক্তি চেনেন তার থেকে তাঁর সমাজসেবা মূলক কাজের জন্য অধিকতর মানুষ চেনেন এবং জানেন। এলাকার যেকোন সমস্যা সমাধানে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

সোমবার সকালে জীবনতলা থানার সরবেড়িয়া খ্রিস্টান মিশনারি চার্চের গেটের সামনে এক বছর তিন–চারেকের প্রতিবন্ধী শিশুকন্যা কারা যেন ফেলে রেখে চলে যায়। এরপর নজরে আসে চার্চের সিস্টার সহ অন্যান্যদের। প্রথমে সিস্টাররা শিশুটিকে মায়ের স্নেহ দিয়ে আদর করে বুকে তুলে নিলে ও সেই আদর খুব বেশি সময় ধরে রাখতে পারেন নি, প্রবাদপ্রতীম সকলেরই মা মাদার টেরিজা র আদর্শ কে পাথেয় করে চলা সিস্টাররা।শিশুকন্যা কে উদ্ধার করে এক সিস্টার ও তার সহকর্মী সুশিলা কুজুর প্রথমে বাসন্তী থানায় গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারীক সত্যব্রত ভট্টাচার্য হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন এবং সহযোগিতা করেন। চার্চের সিস্টার ও সহকর্মী সুশীলা কুজুর শিশুটিকে কোন ক্রমে ফেলে পালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাসন্তী হাসপাতালে অসুস্থ শিশুটিকে ভর্তি না করে পালিয়ে গিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আনেন ভর্তি করার জন্য।

বিড়ম্বনার শুরু সেই থেকেই। চার্চের সিস্টাররা কোনও ভাবেই শিশুটির দায়ভার নিতে রাজি নন।এমত অবস্থায় শিশুটিকে কোনক্রমে ক্যানিং হাসপাতালে ভর্তি করে ফেলে রেখে পালানোর চেষ্ট করতে থাকে। দীর্ঘক্ষণ চলে এমনই নাটক। মাদার টেরিজার আদর্শে আদর্শিত সিস্টাররা ভুলে গেলেন মাদারের কথা,ভুলে গেলেন আর্তদের সেবা করার কথা। মাদারের আদর্শকে কলুষিত করে কালিমালিপ্ত করলেন চার্চের সিস্টার ও তার সহযোগী সুশীলা কুজুর। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল,সোমবার রাত প্রায় দশটা নিরুপায় হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ক্যানিং থানার এক পুলিশ অফিসার শুভময় দাস চিন্তায় মগ্ন শিশুটিকে কি করবেন। চাইল্ড লাইন অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে পুলিশ সঠিক কাগজপত্র দিলে শিশুটির দায় ভার নিতে বাধ্য তারা।

একটি শিশু ভালো ভাবে থাকতে পারে তার মা কিংবা মাতৃস্নেহের কোনও মহিলার কাছে। সিস্টাররা চলে যাওয়ায় শিশুটির দেখভাল কিংবা তার কাছে একজন মহিলার প্রয়োজন হওয়ায় মহা ফাঁপরে পড়ে যান পুলিশ অফিসার। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল আধিকারিক ও দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে ব্যস্ত।

অবশেষে পুলিশ অফিসার শুভময় দাস ক্যানিং এক নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস কে ফোনে বিষয় টি জানালে মুহূর্তে অবসান ঘটে দীর্ঘ নাটকের। তিনি নিজেই উদ্যোগ নিয়ে শিশুটির চিকিৎসার দায়ভার নিয়ে হাসপাতালের মধ্যে শিশুটির দেখভাল,পরিচর্যার জন্য সর্বক্ষণের একজন আয়া রাখার ব্যবস্থা করেন।

বর্তমানে নিঃষ্পাপ শিশুটি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পাশের বিছানায় থাকা রোগীর পরিজনরা অবশ্য শিশুটিকে মাতৃস্নেহে কেউ দুধ,বিস্কুট খাওয়াচ্ছেন আবার কেউবা কোলে নিয়ে আদর করছেন। সকলের স্নেহ আদরে সুস্থ হয়ে উঠুক অপরাজিতা' কিংবা মোনালিসা'।ক্যানিং চাইল্ড সদস্য বান্টি মুখার্জী বলেন যেহেতু প্রতিবন্ধী শিশু, সে ক্ষেত্রে প্রশাসন আমাদের হাতে তুলে দিলে আমরা হোমে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। মোনালিসা কিংবা অপরাজিতার ভবিষ্যতই বা কি এমনই কথা বলেই কঁদেই ফেললেন পাশের বেডে থাকা এক রোগীর পরিবার!

গৃহবধূকে নির্যাতন অভিযুক্ত শ্বশুরবাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক গৃহবধূকে মেরে, গালে বিষ ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে, বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রায়দীঘি থানার কুমড়োপাড়া শংকরঘেরী এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৩ বছর আগে কলকাতার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের বাসিন্দা সঞ্জনা সরদারের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে হয় কুমড়োপাড়ার বাসিন্দা ভীম সরদারের। তাঁদের দু বছরের পুত্র সন্তান রয়েছে। বিয়ের প্রথমে সঞ্জনার বাপের বাড়ির লোক এই বিয়ে মেনে নিতে না পারলেও, পরের দিকে তাঁরা এই বিয়ে মেনে নেয়। বিয়ে মেনে নেওয়ার পর জামাইয়ের দাবি মতো তাঁরা নগদ টাকা ও বিভিন্ন দানসামগ্রী দেয়। কিন্তু ১ বসরের পর থেকে শ্বশুর বাড়ির লোক সঞ্জনার ওপর অত্যাচার শুরু করে বলে, অভিযোগ। ভীমের গ্রামের লোকজন বার বার এই বিষয়ে মীমাংসার চেষ্টা করলেও, কোনও সুরাহা হয়নি। ছেলের মামা গৌতম হালদার বলেন, আমার বাড়ির কাছে বোনের ছেলে ভীমের বাড়ি। সব সময় বৌমার উপর, আমার ভাগ্না অত্যাচার করত। বারণ করেও লাভ হয়নি। গতকাল রাত্রে বৌমাকে প্রচন্ড মারধর করে। পরে জানতে পারি। বৌমা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। তবে সঞ্জনার বাপের বাড়ির অভিযোগ, তাঁকে মেরে গালে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে রায়দীঘি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সঞ্জনার স্বামী ভীমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আজ ধৃত ভীমকে ডায়মন্ড হারবার আদালতে তোলা হয়। আদালত ধৃত ভীমকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

উত্তর চব্বিশ পরগনায়

আসন্ন বর্ষায় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের আতঙ্ক

কল্যাণ রায়চৌধুরী : সামনেই বর্ষাকাল। উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলার মানুষ এখন থেকেই আতঙ্কিত। গতবারের প্রায় মহামারীর আকার নেওয়া ডেঙ্গুর করাল স্মৃতি আসন্ন বর্ষার কথা মাথায় রেখে আবার উসকে উঠেছে জেলাবাসীর মনে। এখন থেকেই তারা আসন্ন ভয়াবহতার আগাম প্রমাদ গুণতে শুরু করেছেন। কারণ এই ডেঙ্গুর করাল গ্রাসে গত বছর প্রায় দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে এই জেলা।য় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলির পক্ষ থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ করার দাবি করা হয়েছে। বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সারা বছর ধরে বারাসত পুরসভা ডেঙ্গু প্রতিরোধ কাজ করে চলেছে। এটা নতুন কিছু নয়। গতবারে প্রথম থেকেই আমরা এটা শুরু করেছিলাম বলে বারাসতে ডেঙ্গুর কোনও প্রভাব পড়েনি। এ ব্যাপারে আমরা সচেতন। এবারে যেটুকু হয়েছে তাতে জেলা শাসক ও সুভা'র পক্ষ থেকে প্রতি নিয়ত খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। আমাদের হেলথ টেম প্রতিটি বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে। প্রত্যেক জল জমার জায়গাগুলিতে যাতে জল না জমে তার জন্যে অতিরিক্ত লেবার লাগিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি মশার তেল সমস্ত জায়গায় ব্যাপকহারে স্প্রে করার জন্য চলছে। যাতে মশার লার্ভা না জন্মাতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।' অশোক নগর কল্যাণগড় পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার বলেন, 'আমরা সতর্কতা হিসেবে প্রত্যেকটি ক্লাবগুলিকে ডাকছি। তাদের নিয়ে মিটিক করা হচ্ছে নিয়মিত। এছাড়া মহিলাদের নিয়ে একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা টিম করা হয়েছে। রয়েছে টিম সুপারভাইজারও। তারা মাসে ১০ দিন করে প্রতি বাড়িতে যাবে। পাশাপাশি প্রত্যেক ওয়ার্ডে মশার তেল ও ব্লিচিং ছড়ানো হচ্ছে নিয়মিত। এজন্যেও পৃথক টিম করা হয়েছে। এই সঙ্গে রয়েছেন সমস্ত পুর পরিষদ সদস্য। এমনকি আমি নিজেও আছি সার্বিক দেখভাল করার জন্যে। এখনও আমাদের এখানের খবর ভালোই।' এ বিষয়ে অবসরপ্রাপ্ত উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক অসিত চক্রবর্তী বলেন, 'এডিস মশার জন্যে এই রোগ হয়। বহু পুরনো রোগ। আবার নতুন করে দেখা দিয়েছে প্রায় বছর পাঁচেক ধরে। ট্রপিক্যালের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. অমিতাভ নন্দীর কথায়, সারা পৃথিবীতেই এর প্রাদুর্ভাব হবে। এছাড়াও প্রাকৃতিক খামখেয়ালীপনাও এর একটা কারণ।' তিনি আরও বলেন, বারাসত সহ জেলার অন্যান্য শহরে যে সমস্ত কভার ড্রেনগুলি আছে, তাতে জলের ফ্লো যদি ঠিকমতো বাইপাস অর্থাৎ বাইরে চলে যায়, তাতে জলের ফ্লো যদি ঠিকমতো বাইপাস অর্থাৎ বাইরে না চলে যায়, তাহলে কভার ড্রেন করেও লাভ হবে না। এগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করারও দরকার আছে।' এইসঙ্গে তিনি নাগরিক সচেতনতার কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি চিকিৎসকদের উপর রাগারাগি না করে তাদের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কথা উল্লেখ করেন অসিতবাবু।

জেলায় বর্ষার আগে তৎপর সেচ দফতর

পার্থ ঘোষ, বারাসত : বর্ষা আসার সাথে সাথেই আবার সক্রিয় হতে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দফতর। সারা রাজ্যের মতো উত্তর ২৪ পরগনা এলাকার বেশ কিছু অঞ্চল বর্ষার আগে প্লাবিত হতে শুরু করে। গত বছর বর্ষার সময়কালে শেষ কয়েকটি দিনের বর্ষায় অতিপ্লাবন লক্ষ্য করা গিয়েছে। নিকাশি ও জল প্রবাহিত হওয়ার অনিয়মিত ব্যবস্থাকে এক্ষেত্রে অনেকেই দায়ী করে থাকেন। বারাসত, মধ্যমগ্রাম, নববারাকপুর প্রভৃতি এলাকায় বর্ষার সময় নিকাশি নালার অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা স্বাভাবিক জন নিষ্কাশনের গতিমুখকে প্রায়শই বিপর্যস্ত করে ফেলে। এরূপ অস্বাভাবিকতাকে দৃঢ় করতে ও সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শনে বৃহস্পতিবার এলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। বারাসত, মধ্যমগ্রামের পুরপিতাদের সামনে সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে এলাকার সমস্ত খাল পরিদর্শন করলেন তিনি। এরমধ্যে বিটি কলেজের নোয়াই খাল ও বারাসতের বাণীকণ্ঠ খাল উল্লেখযোগ্য। সমস্ত খাল পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সেচমন্ত্রী বলেন, বর্ষার সময় থেকেই জল ছাড়া নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সংঘাত লেগে থাকে। বারংবার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও কোনও সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, ''বাণীকণ্ঠ খালের সংস্কারের কাজ অতি দ্রুত করা হবে। এ ব্যাপারে জমির কোয়ান্টাস ভ্যালু চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে গোবদা ও বাঁশপুল দুটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। এবার ১৮–১৯ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হবে, এ ব্যাপারে অর্থ দেবে বারাসত ও মধ্যমগ্রাম পুরসভা। বাকি অর্থ দেবে সেচ দফতর।'' তবে বিতর্ক এড়িয়ে জনসচেতনতা মূলক পরিকল্পনার উপর জোর দেন তিনি। পুরসভাগুলির আওতাধীন সকল প্রকার মানুষজনকে এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন তিনি। এ ব্যাপারে সমস্ত পুরসভাকে এগিয়ে এসে জনসচেতনায় গুরুত্ব দিতে বলেন তিনি।

অভিনব : মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নম্বর–১৪–র স্থানীয় বেগোর খাল অঞ্চলের পাইপ লাইনে সময়ে–অসময়ে জলের চাপ খুবই কম। কিন্তু পাইপে সামান্য যে জল থাকে তা অস্থায়ী পোর্টেবল পাম্প কল বসিয়ে জল তুলে পরিস্রুত পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত স্থানীয় মহিলারা।

তথ্য ও ছবি : বরুণ মণ্ডল

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ২ জুন – ৮ জুন, ২০১৮

দেখো বিজেপি বাড়ছে রাজ্যে

শেষপর্যন্ত আরও একটি উপনির্বাচনের ফল প্রমাণ করল রাজ্যে দ্রুত বাড়ছে বিজেপি। মহেশতলার মতো একসময়ের লালদুর্গে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে লড়েও সিপিএম প্রার্থী হল তৃতীয়। ৬৩ হাজারের মতো ভোটে হারলেও বিজেপির ৪২ হাজারের মতো ভোট প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে শাসক শিবিরের প্যালপিটিশন বাড়াবে। ফার্স্ট বয় তৃণমূলের থেকে হয়তো এখনও অনেক কম মার্কস পাচ্ছে রাজ্যের এই নয়া সেকেন্ড বয় বিজেপি, তাও পদ্মের এই দ্রুত উঠে আসা মনে করাচ্ছে সেই বিজ্ঞাপনকে, 'দেখো, আমি বাড়ছি মাম্মি'। সর্বভারতীয় স্তরে হয়তো তাদের অনেক বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে, উপনির্বাচনে সম্মিলিত জোটের কাছে হার মানতেও হচ্ছে। পাশাপাশি পেট্রোপণ্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির চাপ তো উত্তরোত্তর বাড়ছে। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সেকেন্ড বয়ের আসনে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি তা দিনের আলোর মতো পরিস্কার। বোকার মতো কাউকে কাউকে বলতে শুনছি বিজেপি তো সামনের বছর লোকসভাতে হারবে। তারপর আর রাজ্য নিয়ে মাথা ঘামাতে পারবে কী? এই তথাকথিত চায়ের দোকানের তার্কিকদের একটাই কথা বলার। আরে মশাই কেন্দ্রে বিজেপি গেলে আসবে হয় কংগ্রেস নয় কোনও খিচুরি জোট। যার আয়ু পুরো ৫ বছর হবে কি না তা নিয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে। সুতরাং এখন থেকেই 'গাছে কাঁঠাল গোফে তেল'–এর কোনও প্রশ্নই নেই। আর এটা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন অন্য সব ক্ষেত্রের মতো রাজনীতিতেও নদীর এক পাড় যখন ভাঙে তখন গজিয়ে ওঠে অন্য পার। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, কর্ণাটক বা কিছু কিছু জায়গার উপনির্বাচনে রাম–রাবণ এক হয়ে বিজেপিকে হয়তো কয়েকটা উপনির্বাচনে হারাচ্ছে ঠিকই কিন্তু এটা সুদূরপ্রসারী নাও হতে পারে। তাছাড়া অসমের পর, পূর্বের ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি যে দ্রুত বাড়ছে তার প্রমাণ মিলছে বেশ ভালোভাবেই। কেন্দ্রে কে এল গেল তার ওপর এই সমীকরণ খুব একটা নির্ভরশীল নয়। কেন্দ্রের তো দিনের পর দিন কংগ্রেস শাসন করেছে। অথচ তাদের সঙ্গে রাজ্যে হাজারো মারামারি করেও সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের মৌরসিপাট্টা চালিয়েছে। এখানে যতই তাদের কতিপয় নেতা লম্ফঝম্প করুক না কেন, কংগ্রেস হাইকমান্ডের প্রশ্রয় ছাড়া এ রাজ্যে বামেরা এত বছর যে কোনওভাবেই টিকে থাকতে পারত না তাও বিলকুল পরিস্কার। রাজ্যে ক্ষয়িষ্ণু বাম–কংয়ের অবস্থান প্রায় একরকম। নিজেদের নাক কেটে দরকার হলে বিজেপি শাসিত রাজ্যের আচ্ছাদনে থেকে তাঁরা মমতা–বিদায় দেখতে চান। বস্তুত এইজন্যই দীর্ঘদিনের বৈরিতা দূরে সরিয়ে গত বিধানসভা নির্বাচনে কাছাকাছি চলে এসেছিল কং–বাম। যদিও তার পরিণতি যে কি মারাত্মক হয়েছে তা না বললেও চলে। বিশেষ করে ৩৪ বছরের শাসক বামেদের যে মাজা একেবারে ভেঙে গিয়েছে তা বিভিন্ন ঘটনায় পরিস্কার। কংগ্রেসের অবস্থাও তথৈবচ। এক্ষেত্রে রাজ্যের শাসক বিরোধী সব ধরণের মানুষের মঞ্চের রঙ যে গৈরিক আকার পাচ্ছে তা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

পরোপকারে নিজেরই উপকার

এই শক্তির প্রকৃতি অবগত হওয়া এবং যথাযথভাবে উহার ব্যবহার করা আমরা জীবনে শত শত বার ইহা অনুভব করিয়াছি। যুবকেরা সাধারণতঃ সুখবাদী এবং বৃদ্ধেরা দুঃখবাদী হইয়া থাকে। যুবকদের সম্মুখে সারাটা জীবন পড়িয়া রহিয়াছে, বৃদ্ধেরা কেবল অসন্তোষ প্রকাশ করে তাহাদের দিন ফুরাইয়াছে, শত শত বাসনা তাহাদের হৃদয় আলোড়িত করিতেছে, কিন্তু এখন সেগুলি পূরণ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। দুজনেই মূর্খ। আমরা যেরূপ মন লইয়া জীবনকে দেখি, উহা সেইরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে, নতুবা স্বরূপতঃ এই জীবন ভালও নয়, মন্দও নয়। স্বরূপতঃ অগ্নি জিনিসটি ভালও নয়, মন্দও নয়। যখন উহা আমাদিগকে সুখতপ্ত রাখে, তখন আমরা বলি–অগ্নি কি সুন্দর! আবার

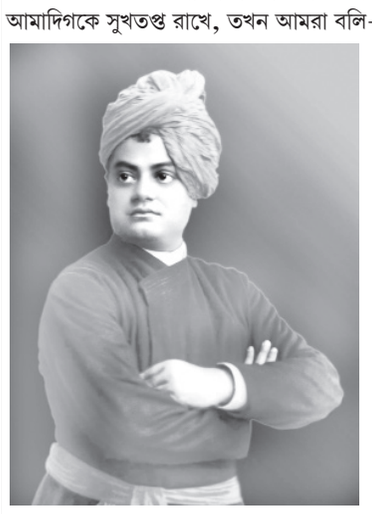

যখন উহা আমাদের অঙ্গুলি দগ্ধ করে, তখন আমরা অগ্নির নিন্দা করিয়া থাকি। অগ্নি কিন্তু স্বরূপতঃ ভালও নয়, মন্দও নয়। আমরা উহার যেমন ব্যবহার করি, উহাও সেইরূপ ভালমন্দ ভাব জাগ্রত করে, জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ। জগৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ, একথার অর্থ জগৎ নিজের সমুদয় প্রয়োজন পূরণ করিতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থক। আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি যে, আমাদের সাহায্য ছাড়াও জগৎ বেশ চলিয়া যাইবে, উহার উপকারের জন্য আমাদিগকে মাথা ঘামাইতে হইবে না। তথাপি আমাদিগকে পরোপকার করিতে হইবে, ইহাই আমাদের কর্ম–প্রবৃত্তির সর্বোচ্চ প্রেরণা, কিন্তু আমাদের সর্বদাই জানা উচিত যে, পরোপকার করা এক প রম সুযোগ ও সৌভাগ্য। উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া পাঁচটি পয়সা লইয়া গরিবকে বলিও না, এই নে বেচারা, বরং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও–ওই গরিব লোক আছে বলিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়া তুমি নিজের উপকার করিতে পারিতেছ। যে গ্রহণ করে যে ধন্য হয় না, যে দান করে সেই ধন্য হয়। তুমি যে তোমার দয়া ও করুণাশক্তি জগতে প্রয়োগ করিয়ানিজেকে পবিত্র ও সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছ, এজন্য তুমি কৃতজ্ঞ হও।

ফেসবুক বার্তা

জানেন কি একশো টাকার নোটের পিছনে থাকা পর্বত শৃঙ্গটি কোথাকার ?

একজন জার্মানি পর্যটক কিছু ভারতীয়দের ১০০ টাকা নোট দেখিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন যে, নোটের পিছনে থাকা পর্বত চূড়াটি কোথায় রয়েছে ? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের মধ্যে কেউ জবাব দিতে পারেনি। আসলে এই পর্বত চূড়াটি কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতের চূড়া পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সিকিমের থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার এই দৃশ্যটি দেখা যায়।

তথ্যটি অনেকেরই অজানা তাই তথ্যটি নিজে পড়ার পর অবশ্যই শেয়ার করে রাখুন যাতে আপনার সকল বন্ধুরাও জানতে পারে।

ক্ষয়িষ্ণু মানবতা ও পলকা মূল্যবোধ আমাদের আশ্রয়হীন করেছে

নির্মল গোস্বামী

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সঞ্জার মতো পশ্চিমবঙ্গে পচা মাংস কাণ্ড শত ধর–পাকড়েও শেষ হয়ে শেষ হচ্ছে না। ভাগাড়ে ভাগাড়ে নাকি সিসি ক্যামেরা বসেছে। পুরসভাগুলি ভাগাড়ের উপর নজরদারি বাড়িয়েছে। ভাগাড়ের মাংস কাণ্ড ও মরা মুরগি কান্ডের কিং পিনরা পুলিশের জালে। বিভিন্ন পুরসভাগুলি বাজারে হোটেল হোটেলে অভিযান করে রান্না মাংসের নমুনা সংগ্রহ করছে। এতো কিছুর পরও কিন্তু প্রতিদিন কোথাও না কোথাও পচামাংস ধরা পড়ছে। আজ পূর্বমেদিনীপুর তো কাল বজবজ বাজারে।

তাহলে প্রশ্ন আসে অপরাধীরা এতো বেপরোয়া কেন? উত্তরে যে চিত্রটা ভেসে উঠছে তাহল পচা মাংস কান্ডের শাস্তি আমাদের প্রচলিত আইনে অতি নগণ্য। সব থেকে বেশি শাস্তি হল এর থেকে ছ'বছরের জেল এবং সামান্য কিছু জরিমানা। ফলে অল্প সময়ে কোটি কোটি টাকা ইনকামের ব্যবসা বন্ধ করবে কেন? কারণ এই যে খাদ্য সুরক্ষা আইনে দোষীকে শনাক্ত করা খুবই কষ্টকর। অধিকাংশ অপরাধী আইনের ফাঁক গলে রেহাই পেয়ে যায়।

সুতরাং প্রশ্ন আসে দেশে কড়া আইন নেই কেন? শুধু ভাগাড়ের মাংস খাওয়ানোর ঘটনা এই প্রথম সামনে এলো। তার মানে কি আর কোনও কিছুতে দেশে ভেজাল ছিল না? আমরা তো জানি স্বাধীনতার সময় থেকে ভেজাল ছিল জ্বলন্ত সমস্যা। তাই নেহেরুকে বলতে হয়েছিল যে ভেজালদারদের কালো বাজারীদের রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। আমরা জানি ভারতে ভেজাল হীন কোন খাদ্য নেই। তেল থেকে নকল দুধ–ছানা, ঘি সবেতেই ভেজাল। বেবিফুডে ভেজাল। ওষুধে ভেজাল। এক্সপেয়ারি ওষুধে নতুন লেবেল মেরে বাজারে বিক্রি করছে। এই যে মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা– ন্যায্য পয়সা দিয়ে নকল মাল কিনতে জনগন বাধ্য হচ্ছে এটা দেশের আইনসভার সদস্য থেকে প্রশাসনের সর্বস্তরের আধিকারিকরা জানেন তা সত্ত্বেও কড়া আইন নেই কেন? এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। সময়ে সময়ে ধরা পড়ে চিৎকার চেঁচামেচি হয় তারপর যেই কে সেই। ভাগাড় কান্ড নিয়ে চারিদিকে হাসাহাসি হচ্ছে। ব্যঙ্গ করে গান রচনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে। কিন্তু এতোবড় একটা অমানবিক কাণ্ড। শুধু যে বিষ মাংস খাইয়েছে তা নয়। হিন্দুকে গরু এবং মুসলমানকে শূকরের মাংস খাইয়ে জাত ধর্ম সব মেরে দিয়েছে। যে ধর্মের জন্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে অন্য ধর্মের মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালাতে মানুষের হাত কাঁপে না। হয় কথায় নয় কথায় মন্দির মসজিদ থেকে ফতোয়া যায়– সেই ধর্মের সত্যনাশ যারা করল যারা কুকুর বেড়ালের মাংস খাওয়ালো তাদের বিরুদ্ধে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ গর্জে উঠল না কেন? কেন দোষীদের ফাঁসি চেয়ে রাজপথে মিছিল হয় না। রাজনৈতিক দলগুলো যেমন চুপ, তেমনি সিভিল সোসাইটি'র মানুষজন যেন নিঃশ্চুপ। একটা ধর্ষণ কিংবা একটা খুনের থেকেও গভীর সমস্যার বিষয়। মানব সমাজে খুন হবে ধর্ষণ হবে এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু ভাগাড়ে মরা পচা শোর গরু মানুষ খাবে এটা তো মানব সমাজে বিরল ঘটনা। কিন্তু নাগরিক সমাজের প্রতিক্রিয়া কোথায়? ধর্মীয় বিশ্বাস আস্থা ধর্ষিত হচ্ছে ধর্মের ঠিকাদাররা নীরব কেন? এই নীরবতার কারণ হল আমাদের সামাজিক মেন্টাল সেট আপ। ইউরোপ আমেরিকার ব্যবসায়ীরা এ জিনিস কল্পনাও করতে পারবে না এবং জনগণও আমাদের মতো এতো বড় অপরাধে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে না। ওই সব দেশের বা রাষ্ট্রের মানসিক সেট আপ অন্য রকম। আমেরিকা সারা বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসে হাওয়া দেয় কারণ বিপুল অস্ত্র সম্ভার বিক্রির বাজার চাই তার। কিন্তু তারা নিজের দেশের খাদ্যে এমন ভেজাল দেওয়ার কথা ভাবতে পারে না। দুধে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল তারা ভাবতেও পারে না। কারণ মানবিকতার সুর একটা পর্দায় বাঁধা আছে তার নিচে তারা নামতে পারে না। সেটা তাদের জাতীয় চরিত্র।

আর আমাদের দেশের জাতীয় চরিত্রের আভাস পেতে একটা ঘটনার উল্লেখ করি। স্বাধীনতার পর ৫১–৫২ সালের কথা। একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী জার্মানের একটা কোম্পানিকে পাথরের চাল তৈরি করার মেশিনের অর্ডার দেয়। তারা অর্ডার নেয়, কিন্তু পরে ওই ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য জানতে পেরে জার্মান সরকার ভারত সরকারকে জানায়। জার্মান সরকার ভেবেছিল বোধহয় ওই অসৎ ব্যবসায়ীকে ভারত সরকার সাজা দেবে। কিন্তু উল্টে ভারত সরকার ভাবল যে এমন যার বুদ্ধি তাকে রাজনীতিতে আনলে সোনা ফলাবে! (এক বামপন্থী নেতার কাছে শোনা)

আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই যে মানবিক অবনমন এর ব্যাখ্যা এভাবে করা যায়। অর্থনীতি ও রাজনীতির পরিভাষায় বললে বলতে হয় যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যে সর্বোৎকৃষ্ট মানবিক রূপ তার ব্যাপক অনুশীলন হয়েছিল ইউরোপে। জমিদার এবং রাজা বা সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে মানুষের সামনে বিকল্প গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাম্যশান্তি স্বাধীনতার বাণী নিয়ে সমাজ আলোড়িত হয়েছিল। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের প্রয়োজনেই বুর্জোয়া মানবতাবাদের বিকাশ হয়েছিল।

এমন সমাজ যেখানে মানুষের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও খাদ্যের দাবি মেটানোর জন্য আইনের চোখে সকলেই সমান। রাজা প্রজা ভেদ নেই। এই যে সামন্ত যুগ থেকে পুঁজিবাদ উত্তরণের সন্ধিক্ষণে জন সাধারণের মনে ন্যায় ও সত্যের প্রতি অনুরাগ চেপে বসে ছিল। নতুন যুগের সুফল পেতে গেলে রাষ্ট্রকে সমাজকে সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে। তাতেই মানুষের আস্থা আরও বেশি করে রাষ্ট্রের প্রতি সমাজের প্রতি ধাবিত হয়। রাষ্ট্র ও সমাজের ন্যায়নিষ্ঠ আইনি ব্যবস্থায় মানুষ নিরাপদ আশ্রয় পায়। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বুর্জোয়া মানবতাবাদ ইউরোপে যতটা বিকশিত হয়েছিল আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় ততটা বিকশিত হয়নি। কারণ, যে যুগে আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া মানবতাবাদ তার প্রগতিশীল চরিত্র খুইয়ে বসেছিল। কারন ততদিনে দেশে দেশে মার্কসবাদ ও সর্বহারা বিপ্লব সংগঠিত হয়ে গেছে। এই বিপ্লবভীতির জন্য এ দেশের বুর্জোয়ারা রাজনীতি ও সামাজিকভাবে চরম মানবতাবাদকে সুকৌশলে বর্জন করল। রাষ্ট্রের উৎপাদনের উদ্দেশ্য হল সর্বোচ্চ মুনাফা কিন্তু সেই মুনাফাময় মানসিকতার পায়ে বেড়ি পরাবার জন্য উচ্চ মানবতার আদর্শ হল অবহেলিত।

কিছু নেতা বুদ্ধিজীবী, কবি সাহিত্যিকরা যে মানবতার আদর্শ প্রচার করল তা সমাজের সর্বস্তরে চারিত হয়ে একটা ঘনীভূত রূপ পরিগ্রহ করতে পারল না রাজনীতির সদ ইচ্ছার অভাবে। তাই জাতীয় মূল্যবোধ গড়ে উঠল না। আর সেই জন্যই মুনাফার কাছে মানবতা পরাজিত হচ্ছে বারে বারে। উচিত অনুচিত বোধহীন সমাজ। আমাদের নিরাপদ আশ্রয় বলে আর কিছু নেই। রাষ্ট্রও আজ শোষকের ভূমিকায়। রাজনীতিতেও নেই সত্য নিষ্ঠা। তাই নেতারা বার বার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় আর অবলীলায় তা পদদলিত করে। রাষ্ট্র গড়ে ওঠার সময় বার বার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় আর অবলীলায় তা পদদলিত করে। রাষ্ট্র গড়ে ওঠার সময় যতটুকু মানবতা ছিল সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্রমাগত তার অপব্যবহার আজ তা তলানীতে ঠেকেছে। তাই আমরা কোথায় নিরাপদ নয়। নিরাপদ নয় আমাদের বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মাচরণ, আমাদের খাদ্য– আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কও।

কর্পোরেটের সামাজিক দায়বদ্ধতা কাঁঠালের আমসত্ত্ব!

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশের বিত্তবান নিগম– বহুজাতিক সংস্থার সামাজিক দায়বদ্ধতা রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকার বদ্ধপরিকর। বার্ষিক ৫০ মিলিয়ন অর্থ বিক্রিবাটা করে এমন সংস্থা ২ শতাংশ অর্থ ক্ষুধা–দারিদ্র্য–শিক্ষা–স্বাস্থ্য–মহিলাদের উন্নতির জন্য ব্যয় করবে। এই উদ্দেশ্যে ইউপিএ সরকারের শেষের দিকে ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে Corporate Social Responsibility আইন ২০১৩ প্রণয়ন হয়। কোম্পানি আইনে এই ধারা যুক্ত করার প্রক্রিয়া অবশ্য শুরু হয়েছিল ২০০৯ সালে। আইনের কার্যকারিতাকে মনমোহন সিংহ সরকার দেখে যেতে পারে নি। সরকার পাল্টায়। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী। কর্পোরেট সংস্থা বিপুল অর্থ বানিয়ে বুদ্ধি এবং তাদের কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছিল মোদীর সভায় ভিড় উপচে পড়ার জন্য। সিঁদুরে মেঘ দেখা জনসাধারণের মনে মোদী প্রেরণা জাগাতে ঝাঁটা হাতে স্বচ্ছ ভারত শুধু নয়, 'সাইলক' কর্পোরেট, বহুজাতিক সংস্থা রাতারাতি হয়ে উঠবে গরিবের বেঁচে থাকার অক্সিজেন। আদানি, আইটিসি, আল্ট্রা টেক সহ দেশি বিদেশি সংস্থা সমাজ সেবার ঢাক পেটাতে শুরু করে দিল। এই ২% অর্থের সামাজিক দায়বদ্ধতার আস্তিনে যে দেশের হাভাতে মানবতার ওপর নির্মম অত্যাচার চলছে তার খবর মোদী সরকারের কাছে ঝুটা বুঢ়া বাত।

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায় ২০–২১ ধারায় মানবাধিকারের বিষয়টি ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি পেয়েছে। শিল্প সংস্থা, আইন, ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইনের ১১ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করে দেওয়া আছে শিল্প–আর্থিক সংস্থায় নিযুক্ত কর্মী শ্রমিকদের মানবাধিকার

লঙ্ঘন হলে ফৌজদারি অপরাধ বিবেচিত হবে। পরিবেশ আইন শ্রম আইন তথ্য প্রযুক্তি আইনেও বহুজাতিক শাস্তি দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন পরিবেশ ধ্বংস করার মতন অপরাধের শাস্তি ক্ষতিপূরণের বিধান দেওয়া আছে। কে শোনাবে এই ধর্মের কাহিনী জল্লাদ বহুজাতিক সংস্থাদের। রাজা সাধুর বেশে গণহত্যার রক্তমাখা আবরণে মুখ ঢেকেছে। তিনি আবার মানবতার হত্যাকারীদের ধরবেন। স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন। ভারত শুধু নয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে পণ্যায়ন, বিলগ্নীকরণ, প্রযুক্তিকরণের নাম করে প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম সম্পদ লুঠ নিম্নমানের খাদ্য সরবরাহ, এমনকি মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটছে। পচা মাংসের বিষের থেকেও মারাত্মক মানুষ মারার কাজ কারবার নেসেলস, পেপসিকো–জনসন–ইউনিলিভার করে চলেছে অথচ জাতীয়তাবাদী মোদী সরকার নির্বিকার। ক্রেতাকে শুধু পণ্যের দাসে পরিণত করছে না। খাদ্যের মধ্যে এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করছে যা সংশ্লিষ্ট পণ্যের স্বাদ বারবার খাবার জন্য প্রলুব্ধ করছে। ফলে মানব শরীরে দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে।

২০১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর ইউ টিউবে প্রকাশ পায় ক্যাডবেরি সংস্থা ক্যাডবেরির স্বাদ লোভনীয় করার জন্য শুয়োরের চামড়া ব্যবহার করার অভিযোগ। ক্যাডবেরির স্বাদ আনার জন্য যে কৃত্রিম ফ্লেভার ব্যবহার করা হয় তা ছোট ছোট শিশু এবং সন্তানসম্ভবা মহিলাদের অ্যালার্জির কারণ হতে পারে। বাচ্চাদের চকোলেট দেওয়াও তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর হতে পারে তা সম্প্রতি একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। ৭০ শতাংশ কোকো মিশ্রিত চকলেট শিশুদের পাচনতন্ত্র নষ্ট করে দিয়েছে। এমনকি মস্তিষ্কেরও ক্ষতি করছে। মাথাব্যথা মানসিক উত্তেজনা কাফিন এবং থিওফিলিন ব্যবহার ফলে সাময়িকভাবে স্নায়ুযন্ত্রকে চাঙ্গা করে দিলেও শরীরকে অহেতুক উত্তেজিত করে। যা থেকে হৃদযন্ত্রের গণ্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে।

চটজলদি জলখাবার বহুজাতিক সংস্তার নুডুলস বাচ্চাদের শরীরের ক্ষতি করছে। বহুজাতিক সংস্থার নুডুলসে শুধু সীসা নয়, মনোসোডিয়াম গ্লুমেট নামক এমন এক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, যার স্বাদ ও গন্ধে নুডুলসের প্রতি বাচ্চাদের আকর্ষণ বাড়ায়। চাইনিজ খাবারের মধ্যে এই এমএসজির ব্যবহার বেশি হয়। যা থেকে স্নায়ুরোগ–পাচনতন্ত্রের সমস্যা এমনকি ক্যানসারের প্রবণতা দেখা দিতে পারে। আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন সপ্তাহে ৫ দিন পরপর যদি বার্গার আইসক্রিম, ঠান্ডা পানীয় ব্যবহার করি, আমাদের শরীরের সমস্যার পাশাপাশি মানসিক সমস্যা এমন কি স্মৃতিভ্রংশতা বাড়বে। ঠান্ডা পানীয়–এ ক্যারাকনোজেন ক্যাডসিয়াম ব্যবহার করা হয় যা মানব দেহে হাড়ের ক্ষয় এবং যকৃতের ক্ষতি করে।

ভারত থেকে বিপুল অর্থ লুঠেই শেষ নয়, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার করে প্রান্তিক মানুষের পেটে লাথি মেরে সর্বনাশ করতে সক্রিয় রয়েছে বহুজাতিক সংস্থা। বহুজাতিক ঠাণ্ডা পানীয় সংস্থা ২৫–৪০ ফুট নীচ থেকে জল লুঠ করে নিয়ে প্রতিদিন ৩ লক্ষ লিটার ঠাণ্ডা পানীয় বানাচ্ছে। অথচ চাষিরা শুখা মরশুমে জলের অভাবে চাষ করতে পারছে না। দেশের সিংহভাগ রাজ্যে অবাধে জল সম্পদ লুঠ করে চলেছে। কিন্তু কেন্দ্র রাজ্য সরকারের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

তামিলনাড়ুর তুতিকোডিন জেলায় সাম্প্রতিক স্টারলাইন সংস্থার দ্বারা শুধু পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে পুলিশের লাঠি চালনায় মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে তার এখানেই শেষ নয়। বহুজাতিক পানীয় জলের কারখানা অবাধে জল লুঠ করে নিচ্ছে। তিরুনাভেল্লি এবং তুতিকোরিন এই দুই জেলার সাধারণ জনগণ তীব্র জলকষ্ঠে ভুগছে। জলকষ্টে আর তৃষ্ণার্ত মানুষ যদি আক্রমনাত্ম হয়ে ওঠে তাহলে কী গুলি চালিয়ে মানুষের জলের তৃষ্ণা চিরতরে মেটাবে?

ভারতের মতন দারিদ্র্য প্রবণ দেশে বহুজাতিক সংস্থার ব্যবস্থা সরকারি পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি করেছে। পণ্যায়নের নামে সাধারণ মানুষের জীবন–জীবিকার সংকট তৈরি করেছে। কর্পোরেটের সামাজিক দায়বদ্ধতায় মোদীর Make in India ব্র্যান্ডে ধূর্তামির ছলনা।

অন্যরকম

বাঙালির পাতে মাশরুমের নয়া আস্বাদন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভোজন রসিক মানুষদের কাছে পকোড়া একটি অত্যন্ত লোভনীয় পদ। এতোদিন পর্যন্ত মাংসের পকোড়া, ডিমের পকোড়া, আলুর পকোড়া ইত্যাদির নাম শোনা গেছে। কিন্তু বর্তমানে মাশরুমের পকোড়াও ভোজন রসিক মানুষদের নজর কাড়ছে। জিভে জল আনা এই ব্যতিক্রমী পদটি মূলত মাশরুম দিয়েই তৈরি হয়। এতোদিন পর্যন্ত অনেকের ধারণা ছিল মাশরুম বলতে ব্যাঙের ছাতাকে বোঝানো হয় যা মানুষের খাওয়ার অযোগ্য। কিন্তু বর্তমানে সেই ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। হুগলি জেলার ডুমুরদহের ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মা সারদা স্বনির্ভর দল মাশরুম থেকে বিভিন্ন ধরনের ব্যতিক্রমী পদ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে।

প্রায় ১১ বছর আগে ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্বনির্ভর দলের সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০। সারা বছর এই গোষ্ঠী অয়েস্টার, মিল্কি সহ বিভিন্ন মাশরুম তৈরি করে থাকে। মাশরুমের আচার, মাশরুমের পরোটা, মাশরুমের চিলি মাশরুম, মাশরুমের পকোড়া, মাশরুমের কাটলেট, মাশরুমের রাইস, মটন বাটার মাশরুম ইত্যাদি সুস্বাদু ও লোভনীয় মাশরুমের বিভিন্ন পদ

প্রস্তুত করে থাকে। এগুলির মধ্যে কোনটির দাম পিস পিছু ৫ টাকা, কোনটির দাম পিস পিছু ২০ টাকা, আবার কোনওটির দাম প্লেট পিছু প্রায় ৮০ টাকা করে। এই দলের সদস্যা সুকেশা খামারু জানান, আমরা বিভিন্ন সময়ে মেলায় স্টল করে এই সকল পদ বিক্রি করে থাকি। এছাড়া, বছরের বিভিন্ন সময়ে জেলার ডিআরডিসি অফিস থেকে অর্ডার দিয়ে মাশরুমের বিভিন্ন পদ কিনে নেয়।

এর আগে বছরে প্রায় তিন–চারবার করে এই দফতর থেকে কখনও ৬০ প্লেট মাশরুম রাইস, আবার কখনও ৬০ প্লেট চিলি মাশরুম তৈরি করার অর্ডার পেয়েছি। মাশরুমের বিভিন্ন পদ তৈরি ছাড়াও দলের বাইরের অনেক মেয়েকে ২০ দিনের এই মাশরুম তৈরির একটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি ২০ দিন জৈব সারের ওপর ও ৬০ দিনের সেলাইয়ের ওপর দলের বাইরের মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জৈব সার বস্তা পিছু প্রায় ১৫০ টাকা দামে চাষিদের কাছে বিক্রি করা হয়। মাশরুম, জৈব সার তৈরি ও সেলাইয়ের প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক ব্যাচে প্রায় ৩০ জন করে মেয়েকে ভর্তি নেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ তিনটি বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক অনুমোদিত। মূলত আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্যই এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে সুকেশা খামারু জানান।

বীরভূম

সিসলফার্ম পরিদর্শনে কৃষিমন্ত্রী

অভীক মিত্র : ২৬ মে রাজনগর ব্লকের সিসলফার্ম পরিদর্শন করলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী আশিস বন্দোপাধ্যায়,বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী,রাজনগর পঞ্চায়েতসমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু সহ জেলা ও ব্লকস্তরের বিভিন্ন কৃষিদপ্তরের আধিকারিকরা। গত সেপ্টেম্বরে কৃষিমন্ত্রী সিসলফার্ম পুনরুজ্জীবনের জন্য উদ্যোগ পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। এইদিন সেই কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। কৃষিমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমরা খুব তাড়াতাড়ি সিসলফার্ম পুনরুজ্জীবন ঘটানোর চেষ্টা করছি। এখানে পুকুর,বড়ো কুয়ো তৈরি করেছি। বেদানা গাছ লাগিয়েছি। আমগাছ আছে। আগামীদিনে এখানে কাঠাঁল গাছ লাগানো হবে। সারা রাজ্যে চাষিদের সহায়ক মূল্যে বিভিন্ন শস্যবীজ দেওয়া হচ্ছে। সিসলফার্ম কৃষক থেকে সাধারণ মানুষ সকলের আর্থিক উন্নয়ন ঘটবেই এ এলাকায়'। সিসলফার্মের নিজস্ব জমিতে এক হাজার চারার বেদানা গাছের বাগান পরিদর্শন করেন কৃষিমন্ত্রী। রাজনগর বড়বাজারে চাষিদের সরকারি সহায়ক মূল্যে বীজ ধান বিলি করেন।

রাজীব গান্ধির মৃত্যুদিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১শে মে রামপুরহাট আইএনটিইউসি এবং যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রামপুরহাট পাচঁমাথা মোড়ে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির ২৭তম মৃত্যু দিবস পালন করা হলো। উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট আইএনটিইউসি সম্পাদক শাহাজাদা হোসেন (কিনু),যুব কংগ্রেস সভাপতি রামপুরহাট বিধানসভা আঙ্গুর মিঞা,বরকতউল্লা সাহেব,অতুলচন্দ্র দাস সহ কংগ্রেসকর্মী সমর্থকরা। পাইকর কংগ্রেস পার্টি অফিসে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির ২৭তম মৃত্যু দিবস পালন করা হলো। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সংখ্যালঘু চেয়ারম্যান মহ: আসিফ ইকবাল রাসেল,মুরারই–২ নং ব্লক সভাপতি মইনুদ্দিন সাহেব,সাধারণ সম্পাদক নাজিমুদ্দিন শেখ,দেবপ্রকাশ ধর সহ কংগ্রেসকমী সমর্থকরা।

বাধার মুখে ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২৪শে মে শুরু হলো কাটোয়া – আহমেদপুর ব্রডগেজ লাইনে ট্রেন চলাচল। সাধারণ মানুষজনের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো চোখে পড়ার মতো। তার আগেরদিন ২৩শে মে মহেশপুর হল্ট স্টেশনের দাবিতে ট্রায়াল ট্রেনকে আটকে অবরোধ করলো আশেপাশের গ্রামের বাসিন্দারা। ২৪শে মে লাভপুর স্টেশনে যাত্রীবাহী ট্রেনটিকে বরণ করলো 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'র সদস্যেরা।

সমাবর্তনস্থল পরিবর্তন? জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জলসঙ্কট এবং বিশৃংখলার জন্য পরেরবার থেকে বিশ্বভারতীতে সমাবর্তনের স্থান আম্রকুঞ্জ থেকে পরিবর্তন করা হবে? এই জল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে চারিদিকে। বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘ কয়েকবছর পর ২৫শে মে বিশ্বভারতীর আচার্য তথা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী,বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা,রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়,রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি,মুখ্য অতিথি স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ,বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজকলি সেনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বভারতীর ৪৯তম সমাবর্তন। শান্তিনিকেতন মেলার মাঠে প্রধানমন্ত্রীকে উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। আচার্য নরেন্দ্র মোদী প্রথমে বাংলায় বলতে আরম্ভ করেন। 'মোদী,মোদী' স্লোগান উঠে চারিদিকে। 'জয়শ্রীরাম' ধ্বনিও শোনা যায়। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বির্তকের। ক্ষুব্ধ আশ্রমিক এবং প্রাক্তনীরা। নিরাপত্তার বেড়া টপকে ভদ্রেশ্বরের চন্দন মাজি নামে এক ব্যাক্তি মঞ্চে উঠে নরেন্দ্র মোদীকে প্রণাম করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি তুলে দেয়। প্রবল গরমে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা না থাকায় চারিদিকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বচসা থেকে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী,রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এইদিন 'বাংলাদেশ ভবনে'র উদ্বোধন হয়।

ফেসবুকে প্রেমিকার নগ্ন ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছয়বছরের প্রেমের সম্পর্ক। ছেদ পড়তেই প্রেমিকার নগ্ন ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো মেডিক্যাল পড়ুয়া প্রেমিক কৌসর আলির বিরুদ্ধে। সিউড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ওই তরুণী। অভিযুক্ত যুবক কৌসর আলি পলাতক। গোটা ঘটনায় সিউড়ি শহরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

গ্রামে বোমাবাজি আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বালিঘাট নিয়ে অশান্তির জেরে রাতভর কেন্দুলি গ্রামে বোমাবাজি করার অভিযোগ উঠলো দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। দুটো তাজা বোমা উদ্ধার করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ। আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। ১৭ই মে মিত্রপুর গ্রামে মাঠনালার ভিতরে চার প্লাস্টিক বালতি বোঝাই কৌটো বোমা উদ্ধার করলো সাঁইথিয়া থানার পুলিশ।

বজ্রাঘাতে মৃত মা ও ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঝড়বৃষ্টির সময় খোসবিনপুর গ্রামে বাজ পড়ে মারা গেলো মা মনোয়ারা বিবি (৪২) এবং ছেলে নিয়াজ আলি। বাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। আহত ইয়ারুল রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মা ও ছেলের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। নুরউদ্দিন গ্রামে মাঠ থেকে ফেরার পথে বাজ পড়ে মারা গেলো আনোয়ারা বিবি।

শিশু চুরি গণপিটুনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩শে মে ভোরে দুবরাজপুরের ইসলামপুরে সতীনের শিশু চুরি করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গণপিটুনি খেলো আলিয়া বিবি নামে এক মহিলা। সিউড়ি রুটিপাড়ার বাসিন্দা আলিয়া বিবিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ মে সকালে পন্ডিতপুরে লরি উল্টে মারা গেলো লরির চালক। আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন লরির খালাসি। ২১শে মে রাত্রে লরির ধাক্কায় মারা গেলো সিভিক ভলান্টিয়ার রঞ্জিত পাল (২৬)। বাড়ি যশপুর গ্রামে। ১৯শে মে ৬০নং জাতীয় সড়কে খয়রাকুড়িতে লরির সঙ্গে ট্রেলারের সংঘর্ষে জখম হয় তিনজন।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিনপাই গ্রামের বক্রেশ্বর নীলনির্জন এলাকায় এক অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। সদাইপুর থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

গুলিবিদ্ধ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৪শে মে নিমড়া বাজারে চোয়ালে গুলিবিদ্ধ হয় মিঠুন শেখ নামে এক যুবক। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

খবর পাঠান হোয়াটআপে
৯০৬২২০১৯০৫

মুচিশা লক্ষ্মীবালা দত্ত গ্রামীণ হাসপাতাল নানা সমস্যায় জেরবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত মুচিশা লক্ষ্মীবালা দত্ত গ্রামীণ হাসপাতাল নানা সমস্যায় জেরবার। বিশেষ করে এই হাসপাতালে ডাক্তারের অভাব খুব প্রকট। এই হাসপাতালে নোদাখালি, বজবজ, বিষ্ণুপুর ও ফলতা থানা এলাকার রোগীরা আসেন চিকিৎসার জন্য। হাসপাতালের একমাত্র ডাক্তার তথা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ইন্দ্রাণী ঘোষ। প্রতিদিনই রোগীদের সঙ্গে হাসপাতালের কর্মীদের বচসা হচ্ছিল। কারণ এত রোগীর চাপ একজনের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি সামালি স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে দুজন ডাক্তারকে আনা হয়েছে। তার মধ্যে একজন আবার দিনের অর্ধেক সময় আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করেন। সাউথ বাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য শেখ বাপী ডাক্তারের অপ্রতুলতার কথা জানিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী থেকে সাংসদের দফতরে চিঠি দিয়েছেন বলে জানালেন।

ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ইন্দ্রাণী ঘোষ বলেন, দেখুন এই হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বেশি। একজন এমও ছিলেন, তিনি এখন মেডিকেল লিভে ছুটিতে আছেন। সামালি থেকে দুজনকে দেওয়া হয়েছে। একজন দিনের অর্ধেক সময় থাকেন। এখানে স্থায়ী আরও কয়েকজন ডাক্তার দরকার। তিনি আরও বলেন, আউটডোরে জেনারেটার না থাকায় লোডশেডিং এর সময় সমস্যা হয়। এই প্রতিবেদকও দেখেছে লোডশেডিং–এর সময় মোমবাতি জ্বালিয়ে হাসপাতাল কর্মীদের কাজ করতে। লোডশেডিং–এর সময় এক্স–রে মেশিনও বন্ধ থাকে।

বিএমওএইচ বলেন, আমাদের ইমার্জেন্সি দফতরটা রোগীরা যেখানে ভর্তি থাকেন সেখানে। রাত–বিরেতে রোগীরা ট্রলি করে এলে তার শব্দে ঘুমন্ত রোগীদের সমস্যা হয়। ইমার্জেন্সি দফতরটা আলাদা জায়গায় হলে ভালো হয়। ইনডোরের ইনভার্টারের অবস্থাও ভালো নয়। হাসপাতাল চত্বর ঘুরে চোখে পড়ল ইনডোরে ঢোকার মুখে একটি ভাঙা টিউবওয়েল। ওটারও সংস্কার দরকার। হাসপাতালের চারদিকে যে ড্রেন আছে, তারও সংস্কার দরকার। একটু জল হলেই হাসপাতাল চত্বরে জল জমে যায়। এলাকার মানুষের বক্তব্য, হাসপাতালের যা জায়গা আছে, ভালো করে সাজালে, একটা মডেল গ্রামীণ হাসপাতাল হওয়া সম্ভব। এখানে একটা ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান হলে জনগণের বিশেষ উপকার হবে।

এই প্রসঙ্গে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সচিব সুমিত রায় বলেন, আমি হাসপাতালে ঘুরে এসেছি। ওটাকে সাংসদ চান একটা মডেল হাসপাতাল করতে। আমি সভাপতি ও বিডিওকে প্রজেক্ট পাঠাতে বলেছিলাম।

কিন্তু যেটা পাঠিয়েছেন আমাদের পছন্দ হয়নি, আবার পাঠাতে বলেছি। জেলার বিদায়ী জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় এবং বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি স্বপন রায় বলেন, আমরা ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার একটা প্রজেক্ট পাঠিয়ে ছিলাম। ঠিক আছে খুব শীঘ্রই সাংসদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব। আমরাও চাই আমাদের স্বাস্থ্য কেন্দ্র একটি মডেল স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠুক। অন্যান্য সমস্যার দ্রুত সমাধানেরও তাঁরা আশ্বাস দেন।

বিজেপি নব নির্বাচিত প্রার্থীর বাড়ির সিঁড়ি থেকে বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দেগঙ্গা: দেগঙ্গার এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদ্যনির্বাচিত বিজেপি পঞ্চায়েত প্রার্থীর বাড়ি থেকে তাজা বোমা উদ্ধার কে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গা বাজার এলাকায়। বিজেপি প্রার্থী স্বপ্না সরকারের অভিযোগ, মনোনয়নপত্র জমা দেয়া থেকে শুরু করে মনোনয়নপত্র তুলে নেওয়া এই সমস্ত বিষয়ের উপর তার উপরে একাধিক হুমকি আসে শাসকদলের পক্ষ থেকে। তিনি কর্মসূত্রে বৃহস্পতিবার রাতে বাইরে ছিলেন। সকালে বাড়ি ফিরে লক্ষ্য করেন কার বাড়ির সিঁড়িতে কে বা কারা একটি তাজা বোমা রেখে চলে গেছে। ঘটনার জেরে এলাকায তিব্র উত্তেজনা ছড়ায়। দেগঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বোমাটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্বপ্না দেবীর আরও অভিযোগ শাসকদলের পক্ষ থেকে তার উপর এরকমভাবে অত্যাচার ও বিভিন্ন রকম মানসিক নির্যাতন শুরু করা হয়েছে। এবিষয় নিয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ উড়িয়ে দেয়া হয়। জানানো হয় বিজেপি নিজের বাড়িতে বোম রেখে তৃণমূলের উপরে দোষ চাপাচ্ছে।

দুই বন্ধুর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য হাবরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি , হাবরা: দুই বন্ধুর ঝুলন্ত মৃত দেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায় । মৃত দুই যুবকের নাম প্রিতম সদ্দার(১৬) ও সুজিত সর্দার(১৯)। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হাবরার বেড়গুম এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে বে।গুম বাজার এলাকায় একটি ধানের চাতালে দুজন কাজ করতো প্রিতম সদ্দার বাড়ি গাইঘাটা এলাকায় এবং সুজিত সদ্দার বাড়ি সন্দেশখালি এলাকায়। সকালে চাতালের পেছনে বাগানে দুজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে এলাকার লোকজন হাবরা থানায় খবর দেয়। পরে পুলিশ গিয়ে দেহ দুটি উদ্ধার করে। খুন না আত্মহত্যা তদন্তে হাব।া থানা।

পোশাকের রং বদল প্রতিবাদে নার্সরা

প্রথম পাতার পর

আজ পর্যন্ত মার্জিত মর্যাদাকর এই পোশাকের পবিত্রতা সকলেই রক্ষা করে এসেছে। এমনকি এই পোশাক সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে সেবিকা ও রোগীদের। সারা পৃথিবীতে সেবিকাদের এই পোশাক স্বীকৃত। শুধু বদলের নেশায় এমন সিদ্ধান্ত মারাত্মক হতে পারে বলে দাবি ইউনিটির সদস্যাদের।

সম্পাদিকা ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রশ্ন তোলেন পুলিশ, মিলিটারি, উকিল, দমকল কর্মীদের পোশাক বদল কি মেনে নেবেন তারা? মেয়েদের পেশা বলেই কি এই আক্রমণ? তিনি আরও বলেন, নার্সদের নানা সমস্যা রয়েছে। তাদের ছুটি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন নার্সরা। পরিকাঠামোর অভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন সেবিকারা। বেতনেও বঞ্চিত করা হচ্ছে এই বিপুল সংখ্যার নার্সদের যাঁরা চিকিৎসা ব্যবস্থাটাকে ধরে রেখেছেন। এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা নেই, শুধু সস্তা জনপ্রিয়তার আশায় আক্রমণের মুখে দাঁড় করানো হচ্ছে এই পবিত্র পোশাককে।

নেতার ফোনে রণে ভঙ্গ স্বাস্থ্য আধিকারিকদের

প্রথম পাতার পর

সেই কারণে নার্সিংহোমটি বন্ধ করার দাবি জানায় স্থানীয় মানুষেরা। বৃহস্পতিবার দুপুর বেলায় স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক ও সোনারপুরের বিডিও ও সৈকত মাঝি হানা দেন বৈধ কাগজ ও অন্যান্য কাজকর্ম খতিয়ে দেখার জন্য। এর সঙ্গে দেখা হয় আরো কিছু নার্সিং হোম। যেমন সোনারপুরে ঘাসিয়ারার মোড়ে সত্যরানী মেমোরিয়াল নার্সিংহোম, ডায়াগনেস্টিক সেন্টারে হানা দেন অতিরিক্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মৃদুল ঘোষ ও বিডিও। কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ একটা ফোন আসে ,তক্ষুনি সেখান থেকে তড়িঘড়ি করে পালিয়ে বাঁচেন।

দীর্ঘদীন ধরে ডাঃ হরসিত সরকারের এই নার্সিং হোম মেডিক্যাল নিয়মকানুন মেনে চলছিলো না বললেই চলে। এই ব্যাপারে অভিযোগ উঠছিলো বহু দিন ধরে। সেই কারণে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের নির্দেশে স্বাস্থ্য অধিকারিক, বিডিও, পুলিশ সবাই মিলিত হয়ে নার্সিং হোমের ট্রেড লাইসেন্স দেখতে চায়। শুধু তাই নয় ডাঃ হরসিত সরকারকে কাগজ পত্র গরমিল নিয়ে যখন বলেন আধিকারকরা তখনই একটি ফোন আসে। সেই সময় নার্সিং হোম ছেড়ে পালিয়ে যায় আধিকারিকরা। ফোনটি স্থানীয় কোনও নেতার কাছ থেকে এসেছিলো বলে মনে করা হচ্ছে। হঠাৎ করে তদন্ত করতে মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায় তদন্তকারী দলটি। এ বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন এসিএমওএইচ ডাঃ মৃদুল ঘোষ। মৃদুলবাবু বলেন, আমি স্বাস্থ্যদপ্তরের নির্দেশে গেছিলাম ওই নাসিংহোমে। মালিক ডাঃ হরসিত সরকার বলেন, আমাদের ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে সমস্যা চলছে, এ বিষয়ে আদালতে মামলাও চলছে আমরা কয়েকদিনের মধ্যে লাইসেন্স করাবো। কিন্তু বিষয় হোল যে স্বাস্থ্য আধিকারিকরা এসেছিলেন বৈধ কাগজ দেখার জন্য কার ফোনে তারা পালিয়ে গেলো। এই অবৈধ নার্সিং হোমের পিছনে সোনারপুরের সেই স্থানীয় নেতার হাত রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও মধ্যমগ্রাম ট্র্যাফিকে ব্যাপক উন্নতি

অরিন্দম রায়চৌধুরী : সাধারণত পুলিশ বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রায়শই সাংবাদিকদের সমালোচনার শিকার হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যার প্রধান কারণ হয়ে ওঠে পরিবেশগত ত্রুটি–বিচ্যুতি। যার মধ্যে কখনও কখনও দায়ী হয় পরিবেশগত পরিস্থিতি। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় এরকমই একটি বিরুদ্ধ পরিস্থিতির শিকার হল ট্রাফিক পুলিশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি আনুপাতিক হারে ক্রমশ বেড়ে চলেছে জনপদ। কিন্তু জনপথ বৃদ্ধি সে তুলনায় নিতান্ত নগণ্য এবং যা এক কথায় ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

এহেন প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়েও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শহর বারাসত ও মধ্যমগ্রামে ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেছেন উত্তর চব্বিশ পরগনার অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (নর্থ) অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মর্মে নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে তুলনামূলক সাফল্যও আসছে। সম্প্রতি মধ্যমগ্রামে চৌমাথা পারাপারের জন্য 'আন্ডার পাস' তৈরি হয়েছে। সেটি ব্যবহারে স্থানীয় পথচারীদের অভ্যস্ত করার জন্য ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জনগণের কাছে আবেদন জানানোর কাজ এখনও চলছে বলে জানালেন, মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক ওসি মণিরুল ইসলাম সরকার। যানজট নিয়ন্ত্রণের পাশাপশি ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন, হেলমেট বিহীন বাইক চালানো, বেলাগাম গতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলিকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রায় মাস তিনেক হল মনিরুলবাবু মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক ওসি পদে জয়েন করেছেন। ইতিমধ্যে গত দু'মাসে তিনি নজির সৃষ্টিকারী সংখ্যক কেস দিয়েছেন। যার মধ্যে গত মার্চ মাসে ছিল প্রায় ১২ শতাধিক এবং এপ্রিলে ছিল প্রায় সাড়ে ১২ শতাধিক। যা থেকে সরকারের কোষাগারে জরিমানা মূল্য জমা পড়ে যথাক্রমে প্রায় ২ লক্ষ ৩৮ হাজার এবং ২ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার কাছাকাছি। এর মধ্যে একদিনে ১১৭টি কেস এই জেলায় ট্রাফিক ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে এযাবৎ কালের রেকর্ড বলে সংশ্লিষ্ট পুলিশসূত্রের দাবি। যানজট নিয়ন্ত্রণ সহ অন্যান্য ট্রাফিকিং ব্যবস্থায় বর্তমানে মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক জেলার গর্ব, একথা জানিয়েও তিনি বারাসতের ডাকবাংলো মোড় ও চাঁপাডালি মোড়ের ট্রাফিক ব্যবস্থারও প্রশংসা করেন। তবে জেলায় জনসংখ্যা ও যানবাহন যে হারে বেড়েছে সেক্ষেত্রে যানজট নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে করতে গেলে যশোর রোড, কৃষ্ণনগর রোড এই দুটি জাতীয় সড়ক সহ টাকি রোড এবং বারাকপুর রোডগুলির সম্প্রসারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং সেই কর্মকাণ্ড এখন চলছে। এমন অভিমতও ব্যক্ত করেন অভিজিতবাবু। পাশাপাশি যানজট নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে অন্যতম প্রতিবন্ধক বেআইনি টোটোর বাড়বাড়ন্ত বলেও পুলিশ প্রশাসনের একাংশের অভিযোগ।

২০ হাজার টাকার বিদ্যুত বিলে ঘুম ছুটেছে পুত্রহারা হতদরিদ্র বৃদ্ধার

ছবি: বিদ্যুৎ বিল সহ অসহায় বৃদ্ধা। সেইসঙ্গে পূর্ববর্তী বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের রসিদ ও বর্তমান বিদ্যুৎ বিল।

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: এক হতদরিদ্র বৃদ্ধার বাড়ির বিদ্যুতের বিল ২০,১৫২ টাকা। এরকমটা শুনে আকাশ থেকে পড়লেও এটাই বাস্তব। আর এই বিল নিয়েই ঘুম ছুটেছে বছর পঁচাত্তর ছুঁই ছুঁই অন্ন সরদারের। মলিন বসনে প্রখর গরমে রোদে পুড়ে এই বিল হাতে নাওয়া খাওয়া ভুলে নানাজনের কাছে ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি। যদি কেউ তাঁর এই পাহাড় প্রমাণ সমস্যার সুরাহা করে দেন এই আশায়। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া থানার মণ্ডলহাট গ্রামের বাসিন্দা অন্ন সরদার ৩১ মে দুপুরবেলাতেও দুর্বল শরীরে টলমল পায়ে ফের রাস্তায় বেরিয়ে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফেরেন। রাজ্য বিদ্যু বন্টন সংস্থার কাটোয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই বিলের পুরো টাকা পরিশোধ করতেই হবে। তবে, এক্ষেত্রে সহানুভূতির ভিত্তিতে কিস্তির সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।

কাটোয়া ১ নং ব্লকের খাজুরডিহি পঞ্চায়েতের মণ্ডলহাট গ্রামের তালডাঙায় একচিলতে ঘরে বাস করেন অন্ন সরদার। অনেকদিন আগেই তাঁর স্বামী মারা গেছেন। বছর খানেক আগে কঠিন অসুখে তাঁর ছেলে বাদল সরদারের মৃত্যু হয়। বাড়িতে বাদলের স্ত্রীকে নিয়ে অতি কষ্টে বসবাস করেন। তিনি ও পুত্রবধূ মিলে এলাকার কয়েকটি বাড়িতে বাসন মেজে সংসার চালান। এই বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগটি রয়েছে বাদল সরদারের নামে (যেটির কনজিউমার নং ৫০০৪৫৬৯১০ এবং মিটার নং আর বি ৪৬৮৭৯৩)। আড়ম্বরহীন ওই দরিদ্র পরিবারে সারা মাসে বিদ্যুত খরচ কতটা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। পুত্রের মৃত্যুর পর অন্নদেবীকেই বিদ্যুতের বিল মেটাতে যেতে হয়। কাছাকাছি কোনও অনলাইন কাউন্টারের মারফত তিনি ইদানীং বিলের টাকা পরিশোধ করেন। এভাবে গত ২২ মার্চ তিনমাসের বিদ্যুত বিল বাবদ মোট ২৪১২.৫০ টাকা পরিশোধ করেছেন। সেবারও তিনি অত পরিমাণ বিলের টাকা দেখে চমকে গেলেও অতি কষ্টে তা শোধ করে দেন। কিন্তু, এর তিন মাস পরেই এবারের বিলে যে তাঁর মাথায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। এক, দুই হাজার টাকা নয়। এক্কেবারে ২০ হাজারেরও বেশি টাকার বিদ্যুত বিল। কোথা থেকে এত টাকা তিনি শোধ করবেন, প্রতিনিয়ত এই দুঃশ্চিন্তাই তাড়া করছে অসহায় হতদরিদ্র অন্ন সরদারকে। এদিন কাঠফাটা রোদের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একপ্রকার হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। বাড়ি থেকে প্রায় ২ কিমি দূরে পানুহাট লোকনাথ মার্কেট এলাকায় অন্নদেবীর সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখতে লাগছিল। কাছে গিয়ে এহেন পরিস্থিতির কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি কাঁদো কাঁদো স্বরে এই প্রতিবেদককে বললেন, বাবা আমার বাড়ির কারেন্টের বিল এসেছে কুড়ি হাজার টাকা। আমি এত টাকা কী করে দেব? আমি গরিব মানুষ। আমার স্বামী নেই, ছেলে নেই। আমি আর আমার ছেলের বউ পরের বাড়িতে কাজ করি, বাসন মাজি। এভাবেই সংসার চলে। আমার এত টাকার কারেন্টের বিল কীভাবে হল বুঝতে পারছি না বাবা। এই বিল নিয়ে সবার কাছে যাচ্ছি। কিন্তু, কেউ কিছু করতে পারছে না বাবা।

এদিকে রাজ্য বিদ্যু বন্টন সংস্থার কাটোয়া দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, বাদল সরদারের বাড়ির বিদ্যুতের মিটারটি দীর্ঘদিন ধরে কালিমাখা ছিল। ওই মিটারের কাছে উনুন জ্বালিয়ে রান্না করার জন্যই এই অবস্থা হওয়ায় মিটারের রিডিং সঠিকভাবে এতদিন নেওয়া যায়নি। এতদিন গড়পড়তা বিল পাঠানো হচ্ছিল। কিন্তু, পরবর্তীতে ওই মিটারের কালি পরিষ্কারের পর দেখা যায় প্রকৃত বিদ্যুত খরচের বিষয়টি এবং সেই অনুযায়ী বিল পাঠানো হয়েছে। বর্তমান বিল অনুযায়ী ২৪ ফেব্রুয়ারিতে মিটার রিডিং ছিল ১৫২৪ ইউনিট এবং ২৮ মে তারিখে মিটার রিডিং রয়েছে ৩৭২৯ ইউনিট। অর্থাৎ এই তিন মাসে ২২১৫ ইউনিট বিদ্যুত খরচের বিল বাবদ মোট ২০,১৫২ টাকা পরিশোধের বিল পাঠানো হয়েছে বাদল সরদারের নামে। এখন এনিয়েই এলাকাবাসী পূর্ববর্তী মিটার রিডিং নেওয়া কর্মীদের বিরুদ্ধে যথাযথ দায়িত্ব পালনে অনীহার অভিযোগ তুলেছেন। তাঁরা জানতে চেয়েছেন, দীর্ঘদিন পর অন্নদেবীর বাড়ির মিটারটি পরিষ্কার করে সঠিক রিডিং নেওয়া সম্ভব হলেও সমস্যার শুরুতেই কর্মীরা কেন সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেননি? ওই কর্মীদের যথাযথ গাফিলতির কারণেই হতদরিদ্র এই পরিবারটিকে বর্তমানে কঠিন সমস্যার পড়তে হয়েছে। এই গাফিলতির যথাযথ জবাব অবশ্য মেলেনি দপ্তর সূত্রে।

দীঘায় পর্যটকদের আকর্ষণ হবে টয় ট্রেন

মলয় সুর, পূর্ব মেদিনীপুর : দীঘায় পর্যটকদের মুকুটে নতুন পালক। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে চলবে টয় ট্রেন। পাহাড়ের বুক চিরে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েজ যেভাবে কু–ঝিকঝিক নস্টালজিয়া জিইয়ে রেখেছে বাঙালির জন্য। এবার দীঘাতেও সেই একই ধাঁচে তৈরি হতে চলেছে। আপাতত দু'কিলোমিটারের রাস্তা। পুরোটাই সাগর পারে, ঢেউয়ের সমান্তরাল পথ ধরে। বেলাভূমির সৌন্দর্যায়ন, নতুন করে সেজে ওঠা দীঘায় টয় ট্রেন চালু হলে আরও বৈচিত্র্যময় হবে। এবার সেই অপেক্ষাতেই দিন গুনবে বাঙালি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীঘাকে গোয়া বানানোর ইচ্ছাপূরণের কথা বলেছিলেন। তবে গোয়ায় কিন্তু টয় ট্রেন নেই। এবার তাই বাড়তি পাওনা পর্যটকদের। বর্তমানে এই প্রজেক্টের চেয়ারম্যান রয়েছেন শিশির অধিকারী এবং পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন এই প্রকল্পটি চালু করার জন্য। ওড়িশা ঘেঁষা উদয়পুর সি–বিচ থেকে ওল্ড দীঘা পর্যন্ত লাইন পাতা হবে। খরচ প্রায় তিন কোটি টাকা ধার্য হয়েছে। থাকছে তিনটি স্টেশন একটি কনিকা ঘাট, অন্যটি পুলিশ হলিডে হোম, অপরটি ওয়াচ টাওয়ার। ইতিমধ্যেই সেজে উঠেছে সমুদ্রের ধার। পর্যটকদের জন্য রাখা হয়েছে বসার জায়গা। সব মিলিয়ে বাঙালির সাগর দর্শনের পথ আরও মসৃণ হবে, আশায় আছে পর্যটন দফতর।

মহানগরে

পশ্চিমবঙ্গ জিএসটিতে রাজস্ব আদায়ে শীর্ষে

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'জিএসটি দ্য রোড অ্যাহেড চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড অপারচুনেটিস' শীর্ষক এক আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল ২৮ মে ২০১৮ মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির কনফারেন্স হলে। স্বাগত ভাষণে এমসিসিআই–এর সভাপতি রমেশ আগরওয়াল বলেন, জিএসটি মেক ইন ইন্ডিয়ার পথ প্রশস্থ করছে। মসৃণ এই কর ব্যবস্থা সত্যি সবাইকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আগস্ট ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ৭ লক্ষ ১৯ হাজার কোটি রাজস্ব আদায় হয়েছে। গড়ে ৮ মাসে যা দাঁড়ায় তা হল ৮৯৮৮৫ কোটি। এবং এপ্রিল ২০১৮–য় ১০৩৪৫৮ কোটি রাজস্ব আদায় হয়েছে। যা প্রমাণ করছে আমাদের অর্থনীতি উচ্চতার শিখরে পৌঁছতে পারে। জিএসটির দ্বারায় এও প্রমাণিত হচ্ছে স্বচ্ছতা এবং শৃঙ্খলতা বজায় রেখেই কর দেওয়া এবং নেওয়া এগিয়ে চলেছে। এই দশ মাসের কর ব্যবস্থায় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কিছু বোঝার সমস্যা এবং অন্যান্য সমস্যাও দেখা দিয়েছে যা নিয়ে এদিন আলোচনা হয়। আলোচনা করেন জিএসটি কাউন্সিলের বিশেষ সম্পাদক আইএএস অরুণ গোয়েল। পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে তিনি চেষ্টা করে জিএসটিকে ব্যবসায়িকদের মধ্যে আরও সহজ করে তোলার। কলকাতা জোনের কেন্দ্রীয় জিএসটি হলদিয়া কমিশনারেটের কমিশনার আইআরএস, বিজয় কুমার মল্লিক বলেন, জিএসটি ভারতে এক ইতিহাস গড়েছে। তারা চেষ্টা করছে যেসব জায়গায় জিএসটির ফলে কিছু

অসুবিধা হচ্ছে সেগুলোকে আরও সহজ করে তোলার। তিনি বিশেষ ভাবে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজস্ব আদায়ে প্রথম। শুধু রাজস্ব আদায়ে নয় জিএসটি নথিভুক্তিকরণে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম। সেজন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সবকিছুই দেশের জন্য কাজে লাগানো হবে, দেশ এগিয়ে চলবে।

এছাড়াও কলকাতা নর্থ কমিশনারেটের কমিশনার আইআরএস দেবেন্দ্র ভি নাগভেঙ্কর তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যে বলেন , স্বাধীনতার পর ২০১৭ আগস্ট অবধি ব্রিটিশের কর ব্যবস্থাতেই ভারত চলছিল। কিন্তু এখন আমরা এখন আমরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। আমাদের নিজস্ব কর ব্যবস্থায় আমরা হাঁটছি। যা শুধু কর ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ করেনি এছাড়াও উৎপাদনের খরচ কমিয়েছে। আমরা জিএসটিকে সহজ সরল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে প্রশিক্ষণের দ্বারা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি এবং যাতে তাদের উচ্চ শিক্ষায় এবং চাকরিতে বেগ পেতে না হয় যাতে তারা একধাপ এগিয়ে থাকে।

ব্যবসায় পরিবহণ ব্যবস্থায় ই–ওয়েবিল–এর প্রবর্তন করা হয়েছে এই বছর থেকেই। কিন্তু সে নিয়ে ব্যবসায়িকদের কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন ব্যবসায়ীরা। তারা বলেন, ছোট ব্যবসায়ীদের গুদামের ব্যবস্থা নেই, তারা তাই পরিবহণ ব্যবস্থার গুদামে মজুত করে। কিন্তু ই–ওয়েবিলে তা কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। সে বিষয় নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন বক্তারা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিরিক্ত কমিশনার এবং পাবলিক রিলেশনের অফিসার কমার্শিয়াল ট্যাক্সেসে অদেশ কুমার বলেন, জিএসটি চালু হওয়ার পরে বহু সমস্যার সম্মখীন হতে হয়েছে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে তার সমাধান করাও হয়েছে। প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার সমস্যা জমা পড়েছিল এবং প্রায় সবই সমাধান হয়েছে বাদবাকি চেষ্টা চলছে। মূলত জিএসটি যে ভারতে নতুন সূর্য নিয়ে আসবে তা বলাবাহুল্য। এমসিসিআইয়ের জিএসটি ও ইনডায়েরক্ট ট্যাক্সেসের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান অরুণকুমার আগরওয়াল সমাপ্তি ভাষণে শেষ হয় আলোচনা।

ছবি : উৎপল কুমার রায়

ফাঁকা পড়ে ফুটব্রিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেখা যায়, শহরের বেশির ভাগ ফুটব্রিজ ফাঁকা পড়ে থাকে। ফুটব্রিজের সিঁড়ি দিয়ে অনেকটা উঠতে হয় বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ফুটব্রিজ ব্যবহারের প্রবণতা কম। সেইজন্যই কলকাতা পুরসংস্থা, কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য সরকার মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আগামী দিনে কলকাতা মহানগরীতে যতোগুলি ফুটব্রিজ তৈরি হবে, সব ক'টিতে চলমান সিঁড়ি ও সাধারণ সিঁড়ি উভয়ই থাকবে।

আর এই দুই ধরনের সিঁড়ি রাখতে গিয়ে শহরে জায়গার সংকুলান এমনিতেই প্রবল সমস্যার, তার ওপর উপর্যুপরি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এইজন্যই গড়িয়াহাট রোড ও বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন স্কুলের চলমান ফুটব্রিজটি তৈরি'র কাজ শুরু হয়েও গত দেড় বছর ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে জটিল সমস্যা, কিছু বাধা ও অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। সব কিছু আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলছে। জায়গার ব্যবস্থাপনা হয়ে গেলে বালিগঞ্জ শিক্ষা সদনের কাছে একটা ওয়েস্ট মলের কাছে একটি, এক্সাইড ও শহরের আরো কয়েকটি জায়গায় এখন চলমান ফুটব্রিজ তৈরির প্রক্রিয়া জারি রয়েছে।

স্কিল লেবারদের বেতন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার অধীনে ২০১০ থেকে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্বান এমপ্লয়মেন্ট স্কিমে'র কাজ চলছে। সম্প্রতি বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে এই স্কিমে সুপারভাইজার ও লেবারদের বেতন বৃদ্ধির সার্কুলার ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে। পরবর্তী সময়ে 'স্কিল লেবার'দের বিষয়টি ইতিমধ্যেই নলেজে আসার সঙ্গে সঙ্গে মহানাগরিক বলেন, মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গেও অর্থ দফতরের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। স্কিল লেবারদের বেতনের সত্যিই বাস্তবদিক রয়েছে। এটার একটি যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে। যদিও কলকাতা পুরসংস্থায় এদের সংখ্যাটা খুবই কম। যে পার্সেন্টেজে অন্যান্যদের বেতন যেদিন থেকে বৃদ্ধি পাবে, এদের বেতন বৃদ্ধি একই নিয়মে গেঁথে দেওয়া হবে।

রাজ্যের দুই মন্ত্রীমশাই সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও জনাব ফিরহাদ হাকিমের উপস্থিতিতে গত ২৭ মে চেতলা সেন্ট্রাল পার্কে পরিস্রুত ও শীতল পানীয় জলের 'ওয়াটার এটিএম'–এর দ্বারোদঘাটন হল। অথচ তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির কাছে তা আজও অধরা রয়ে গেল, এটিএম চেন তালায় বন্দি থাকায়।
চিত্র ও তথ্য : বরুণ মণ্ডল

হাই মাদ্রাসায় ছাত্রবৃদ্ধির সংখ্যায় সংশয়

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : পরীক্ষা শেষের মাত্র ৫১ দিনের মাথায় গত ১ জুন এ বছরের রাজ্যের সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত ৬১৫টি হাই মাদ্রাসা

ছাড়াও আলিম এবং ফাজিল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গ হাই মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডের অধিকর্তা এবং বোর্ডের নবাগত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন। এবারের ফলা ফলের বিশেষ লক্ষ্যনীয় হাই মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল এই তিন পরীক্ষাতে পাশের হারের বৃদ্ধি। পাশের হার যথাক্রমে ৮২.০৪ শতাংশ, ৮২.৬৭ শতাংশ এবং ৮৬.৮৮ শতাংশ। আরও একটি হল হাই মাদ্রাসা রেগুলারে মোট পরীক্ষার্থী ৪৬,২১১ জন তার মধ্যে ছাত্রী পরীক্ষার্থীই ৩২.০৪১ জন যদি পাশের হারে ছাত্রদের থেকে ৮.৪১ শতাংশ কমে হয়েছে ৭৯.৪৭ শতাংশ। আলিম রেগুলারে একই চিত্র। মোট পরীক্ষার্থী ৮০২৫ জন। ছাত্রী পরীক্ষার্থী ৪৫২৭ জন। কিন্তু পাশের হারে সেই ছাত্র থেকে ১৪.৮১ শতাংশ কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৭৬.২১ শতাংশে। এবার তিনটি পরীক্ষা একত্রে মোট পরীক্ষার্থী বেড়েছে ৪০৭ জন (০.৬৩ শতাংশ)। যদিও পরীক্ষার্থী বৃদ্ধির সংখ্যাটি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে সাংবাদিকদের তর্কবিতর্ক বাঁধে।

রাজ্যে হাই মাদ্রাসায় জেলার বিচারে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সর্বোচ্চ স্থানে। পাশের হার ৯৪.৮৮ শতাংশ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী জেলা হল কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনা। পাশের হার যথাক্রমে ৯৩.৭৬ শতাংশ ও ৯০.৬২ শতাংশ। দশম শ্রেণি ইসলামি পাঠক্রম ধর্মশাস্ত্রপত্রের আলিম পরীক্ষায় রাজ্যে জেলার বিচার হুগলি জেলা সর্বোচ্চ স্থানে। পাশের হার ৯৬.১৮ শতাংশ। আর ফাজিল পরীক্ষায় রাজ্যের জেলার বিচারে হুগলি জেলা সর্বোচ্চ স্থানে। পাশের হার ৯১.২৫ শতাংশ।

আগামী ২০১৯ সালের হাই–মাদ্রাসা আলিম ও ফাজিল পরীক্ষার শুরুর সম্ভাব্য তারিখ ফেব্রুয়ারি। শেষ হবে ১৮ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষার্থীরা অ্যাডমিট কার্ড পাবে জানুয়ারির শেষ দিকে।

পাটের দুঃখ ঘোচাতে স্মৃতি এলেন, নিরুত্তর থেকে গেল বহু প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতে পাটের দুঃখ ঘোচাতে গত ৩১ মে মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় কলকাতায় এসেছিলেন দেশের বস্ত্রমন্ত্রী

স্মৃতি ইরানি। আক্ষেপ করে মন্ত্রী বলেন, পাটের বাজার ধরতে অভূতপূর্ব সাফল্য পাচ্ছে বাংলাদেশ। তাঁর মতে ভারত পারছে না তার কারণ, এদেশে পাটের মান খুব খারাপ এবং এখানকার ব্যবসায়ীরা শুধু সরকারের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন ব্যবসার জন্য। অথচ ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাট উৎপাদক দেশ। পাটের দুর্দশা মোচনে মন্ত্রীর পরামর্শ পাট চাষ করুন সার্টিফায়েড বীজ দ্বারা। তাতে উন্নত মানের পাট উৎপাদন হবে। এছাড়াও শুধু সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে পাটকে আরও অনেক কাজে লাগাতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। রফতানিতে সেরা হতে গেলে পাটের উপজাত নতুন নতুন দ্রব্য প্রস্তুত করতে হবে বলে মন্ত্রীর দাবি।

এদিন মন্ত্রীর এই পাট আলোচনা ছিল আগাগোড়া সাংবাদিক বর্জিত। সংবাদ মাধ্যমকে আমন্ত্রণ জানিয়েও প্রথমেই বলে দেওয়া হয় মন্ত্রী সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। অথচ সাংবাদিকদের ঝুলিতে কিলবিল করছে হরেক রকমের প্রশ্ন। হঠাৎ এতদিন পর মন্ত্রীর কেন মনে পড়ল পাটের দুঃখের কথা? তিনি কি এদেশের পাট চাষিদের ঘরে গিয়ে দেখে এসেছেন তাদের সমস্যা? এদেশের পাট গবেষণা কেন্দ্রগুলির খবর কি মন্ত্রীর অবগত। বস্ত্র মন্ত্রকের ঐতিহ্যশালী সংগ্রহশালা গুরুসদয় মিউজিয়ামে সরকারি বরাদ্দ বন্ধ করে মেরে ফেলার পরিকল্পনা নেওয়া হল কেন? কিন্তু কিছুই জানা হল না। মন্ত্রী অনুষ্ঠান শেষে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন সাংবাদিকদের এড়িয়ে। উঠে গেলেন লিফটে। সেখানেও সাংবাদিকদের মরিয়া চেষ্টা কিছু জানার। কিন্তু মুখে কুলুপ মন্ত্রীর। কিছু বলুন। মন্ত্রী নীরব। কিন্তু মন্ত্রীর এই সাংবাদিক অ্যালার্জি কেন? উত্তর নিশ্চয়ই মিলবে ভবিষ্যতে।

আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে সেন্ট্রাল গ্যালারিতে ২৯ মে থেকে শুরু হল সৃষ্টির আয়োজনে অভিবন্দনা সামার কার্নিভ্যাল শীর্ষক প্রদর্শনী যা সুসজ্জিত হয়েছে প্রচুর ছবি এবং ভাস্কর্যে। প্রদর্শনী চলবে ৪ জুন পর্যন্ত। শুরু হবে দুপুর ৩টে থেকে চলবে রাত ৮টা পর্যন্ত। ২৯ মে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য চিত্রকর বাদল পাল, তপন চৌধুরী, অমর সরকার এবং সুরকার পন্ডিত মল্লার ঘোষ। এদিন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের স্মারক এবং সংশাপত্র তুলে দেয় তারা। নজরকাড়া ছবি নিয়ে এই প্রদর্শনী দর্শকের মন কাড়বে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তরা।

কথা ও সুরে নজরুল তর্পণ দুই বাংলার

গ্রন্থ প্রকাশ

মঞ্চে উপস্থিত গুণীজনের সমবেত হাতে প্রকাশিত হল এদিনের স্মরণিকা 'ভাগ হয়নি ক' নজরুল'। এই সঙ্গে অতিথিরা প্রকাশ করলেন ড. জয়ন্ত চৌধুরী লিখিত প্রকাশের অপেক্ষারত পুস্তক 'নেতাজী ও নজরুল অকথিত অধ্যায়'–এর প্রচ্ছদ।

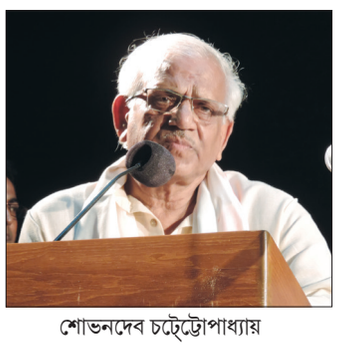
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

রাজেশ পুরোহিত

ড. হুমায়ুন কবির

ড. শংকর ঘোষ

কথায় কথায়

কাজি নজরুল ইসলামের জীবন ও কর্মের নানা অজানা কথা শুনিয়ে গেলেন রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সমাজসেবিকা রাজ্যশ্রী চৌধুরী, রাজেশ পুরোহিত, অধ্যাপক ও অভিনেতা ড. শংকর ঘোষ, বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার ড. হুমায়ুন কবির ও পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. বাসব চৌধুরী। আপ্লুত দর্শকরা জানালেন আরও সময় পেলে আরও অনেক কিছু শোনা যেত নজরুল সম্পর্কে।

সহযোগিতার স্বীকৃতি

এই মহতী অনুষ্ঠানের পিছনে যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সেই পৃষ্ঠপোষকদের হাতে তুলে দেওয়া স্বীকৃতি সম্মান। গ্রহণ করেন বন্ধু এক আশা সংগঠনের সম্পাদিকা সাগরিকা চ্যাটার্জি, বোরোসিল গ্লাস ওয়ার্কের জোনাল ম্যানেজার প্রলয় ভূষণ গুহ, চেতলা গুপ্তা ব্রাদার্সের কর্ণধার ললিত কুমার গুপ্তা, বেলঘরিয়া নেচার অ্যান্ড কেয়ার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অভিষেক ঘটক, একদিনের সিইও নীলাদ্রি ব্যানার্জি। এছাড়াও সম্মান জ্ঞাপন করা হয় উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে।

সুর ও তালে

অয়ন আহমেদ স্মারক তুলে দিচ্ছেন বাসব চৌধুরীকে।

পোস্টার প্রদর্শনী

প্রেক্ষাগৃহের বাইরে ঢোকবার মুখে প্রদর্শিত হয় তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রদর্শনী 'একতাই সম্প্রীতি'। উপস্থিত দর্শকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সার্থক হয় এই প্রদর্শনী।

নজরুল গীতিতে মন মাতালেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দক্ষিণ ২৪ পরগনার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের শিল্পী কল্যাণ দাস। নজরুল নৃত্যে প্রেক্ষাগৃহ তালে মুর্ছনায় ভরিয়ে দিলেন অর্কসুতা চক্রবর্তী। সুরের আবহে দ্বৈতকণ্ঠে আবৃত্তি শোনালেন কৃষ্ণপদ দাস ও সুস্মিতা দাস। অনুষ্ঠান শুরু হয় নজরুলের মাটির গান দিয়ে পরিবেষণ করেন গৌতম দে।

রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যায় আলোকিত নিউ বালিগঞ্জ ব্যায়াম সমিতি

পার্থসারথি গুহ রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যার বর্ণমালায় সম্প্রতি ভেসে গেল কসবার নিউ বালিগঞ্জ ব্যায়াম সমিতির ক্লাব প্রাঙ্গণ। অসাধারণ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও নৃত্যনাট্য, বর্ষীয়ান বরণ ও পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে গত ২৬ মে, শনিবারের সন্ধ্যা হয়ে উঠল মায়াবী। ক্লাবের প্রবীণ সদস্য ও প্রয়াতদের সহধর্মীনিদের সংবর্ধনা দেওয়া হল ক্লাবের পক্ষ থেকে। সংবর্ধনা প্রাপকরা হলেন চণ্ডীচরণ দাস, তীর্থঙ্কর চক্রবর্তী, বাপি চক্রবর্তী, রবীন সরকার, মন্দিরা গুহ, সুনীতি সরকার, লক্ষ্মী চক্রবর্তী প্রমুখ। এঁদের হাতে মানপত্র তুলে দিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর বিজনলাল মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও অনুষ্ঠানটিকে আলোকিত করে তোলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। ক্যারম টুর্নামেন্টের সফল প্রতিযোগীদেরও এদিন পুরস্কৃত করা হয়। ইন্দ্রনীল সরকারের ভাষ্যপাঠ ও অদিতি হাজরার কোরিওগ্রাফি রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যাকে আলাদা মাত্রা দেয়। রূপম জানার সুযোগ্য নেতৃত্বে মানব মুখোপাধ্যায়, অরিঞ্জয় মিত্র, সন্দীপ চক্রবর্তী, পার্থ নাগ, সুবিমল সরকার, টুবাই চৌধুরীরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই সন্ধ্যাকে সাফল্যের রঙে রাঙিত করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় আগাগোড়া সপ্রতিভ ছিলেন অরিন্দম রায়চৌধুরী।

মাঙ্গলিকী

বাংলা সিনেমার একশো বছর নিয়ে দূরদর্শনের

নিজস্ব সংবাদদাতা : দেখতে দেখতে বাংলা সিনেমার ১০০ বছর হয়ে গেল। এ বড় গৌরবের কথা, আনন্দের কথা। সে কথা স্মরণ রেখে কলকাতা দূরদর্শনে সম্প্রতি শুটিং করা হল একটি আলোচনা চক্রের। আলোচনার শিরোনাম 'সিনেমা বাংলা একাই একশো।'' যে দুজন বিশিষ্ট বক্তা তাঁদের বক্তব্য রাখলেন তাঁরা হলেন ড. শঙ্কর ঘোষ এবং ড. সোমেশ্বর ভট্টাচার্য। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত বাংলা ছবির পথচলার নানা দিক তাঁরা তুলে ধরলেন। সেখানে বাণিজ্যিক ছবির কথা যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে সমান্তরাল ধারার ছবির কথাও। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বিপুলজিৎ। প্রসঙ্গ সূত্রে এসেছে সাহিত্য নির্ভর ছবির কথা, আবার পরীক্ষামূলক ছবির কথাও। গানের প্রসঙ্গ এসেছে। ড. শঙ্কর ঘোষ 'দেবদাস' (১৯৩৫) ছবির সায়গলের গাওয়া ''গোলাপ

হয়ে উঠুক ফুটে'' গানটির দু'কলি শুনিয়েও দেন। আগামী জুন মাসে এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে কোনও এক রবিবার দুপুর ২–৩০ মিনিটে 'সাহিত্য সংস্কৃতি'র প্রোগ্রামে। এমন একটি অনুষ্ঠান করার জন্য প্রযোজক কৃষ্ণপদ দাস অবশ্যই প্রশংসিত হবেন।

রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হল 'রবিবাসর'এর অনুষ্ঠানে

শ্রেয়সী ঘোষ : রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপিত হল 'রবিবাসর'–এর ৮৯ বছরের ৭ম অধিবেশনে গত ২০ মে রবিবার বিকেল ৫–৩০ মিনিটে শ্রীমতী কৃষ্ণা সেনের বাড়িতে (পি–৭৮ লেক রোড, কলি–২৯)। এই অনুষ্ঠানের আহ্বায়িকা ছিলেন ড. মীনাক্ষী সিংহ। সভাপতির পদটি অলঙ্কৃত করে 'রবিবাসর' এর সর্বাধ্যক্ষ ড. নবনীতা দেব সেন। রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সূচনা করা হয় এই অধিবেশনের। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন ড. শঙ্কর ঘোষ। যথারীতি 'রবিবাসর' এর সভ্যবৃন্দ সঙ্গীত, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রুতি নাটকের আদলে 'মুক্তি' কবিতাটি পরিবেশন করেন ড. মীনাক্ষী সিংহ। নবনীতা দেব সেন প্রকাশ করলেন 'রবিবাসর'এর ৫০ তম সংখ্যাটি। বার্ষিক সংখ্যাটির সম্পাদক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়। অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী কৃষ্ণপদ দাসের দুটি কবিতা আবৃত্তি। মূল বক্তা ছিলেন দূরদর্শনের সাংবাদিক স্নেহাশিস শূর। বিষয় ছিল 'রবীন্দ্রনাথ ও সাংবাদিকতা'। 'রবিবাসর'–এর সভাপতি ড. তুষারকান্তি ঘোষ বক্তব্য রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলেছেন 'রবিবাসর'এর সম্পাদক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বাধীনতা সংগ্রামী আশালতাদেবীর স্মরণসভা

মলয় সুর, শ্রীরামপুর : স্বাধীনতা সংগ্রামী আশালতা সরকার ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে মাষ্টারদা সূর্যসেনের সহযোদ্ধা ছিলেন। ১০০ বছরের (১৯১৮–২০১৮) আশালতাদেবীর সম্প্রতি শ্রীরামপুর গোয়ালাপাড়া লেনের বাড়িতে মৃত্যু হয়। তিনি দীর্ঘদিন বয়সের বার্দ্ধক্যের দরুণ অসুস্থ ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া এই অগ্নিকন্যা ইংরেজদের বন্দুক দিয়ে গুলি করে হত্যা করেন। রবিবার (২৩ মে) শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে হোলিহোম স্কুলের প্রাঙ্গণে আম্রকুঞ্জের ছায়ায় একেবারে মনোরম পরিবেশে স্বাধীনতা সংগ্রামী আশালতা সরকারের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই স্মরণসভার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন অল ইন্ডিয়া লিগাল এইড ফোরামের সাধারণ সম্পাদক তথা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। আশালতাদেবীর সঙ্গে জয়দীপের বহুদিনের গভীরতর

সম্পর্ক ছিল। তাঁর কন্যা বন্দিতা মল্লিক, পেশায় স্কুল শিক্ষিকা। তিনি বলেন, তাঁর মার কাছে দেশ ছিল ঈশ্বর, এবং দেশের মানুষ হল ভগবান, তিনি বাংলাদেশের রংপুর জেলার সাইবান্দার মেয়ে আশালতাদেবী, সেখানেই জন্মগ্রহণ করেন। ছোট থেকেই প্রচণ্ড ডানপিটে ছিলেন। ঘোড়ায় চড়া, গাছে ওঠা, বন্দুক চালানো সবেতেই পারদর্শী ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৩০ সালে তিনি মাষ্টারদা সূর্যসেনের সংস্পর্শে আসেন।

পরিচয় হয় প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও গণেশ ঘোষের সঙ্গে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে। আশালতাদেবীর সাহস সবার নজর কাড়ে। দেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর আশালতা দেবী বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজকর্মে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। ১৯৭২ সালে তাঁকে তাম্রফলক দিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি তাঁকে সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। 'এদিন বিকালে তাঁর স্মরণসভা শুরু হয় শিল্পী সুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান দিয়ে। শিল্পীর সঙ্গীত পরিবেশন শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায়, শেষ হয় শিল্পীর কণ্ঠে বন্দেমাতরম গানের মধ্য দিয়ে।

এদিন স্মরণ সভায় একটি জোরালো আবেদন ওঠে স্বাধীনতা সংগ্রামী আশালতা দেবীর নামে শ্রীরামপুর পুরসভার তরফে একটি মর্মর মূর্তি ও তাঁর নামকরণে কোনও রাস্তা হলে তবেই তাঁকে যথাযথ সম্মান দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর পুরসভার কাউন্সিলার পিনাকী ভট্টাচার্য, সমাজকর্মী অঞ্জলি চ্যাটার্জী, মহিলা থানার ইনচার্জ মন্দিরা বসু, সমীর দে (জামাই)।

১৯ মে শিলচরে ভাষা শহিদ দিবস

শিলচরের রেল স্টেশনে ১৯–এর সকালে স্মৃতি সৌধের সামনে উদ্যোক্তারা। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : শিলচর ২১ ফেরুয়ারি বংলাদেশে যেমন আবেগ অনুভুতির সাথে ভাষা দিবস পালন করা হয় তেমনি ৫৭ বছর আগে(১৯৬১'র ১৯ মে) ঘটনা আজও প্রেরণা প্রতিজ্ঞার কেন্দ্র হিসাবে শিলচরে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে দিনটি পালিত হয়। দক্ষিণ অসমের কাছাড়,করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি নিয়ে বরাক উপত্যকা যেখানে চল্লিশ লক্ষের বেশি অধিবাসীদের প্রায় ৮০ শতাংশ ছিলেন বাংলাভাষী অথচ ১৯৬০ সালে তৎকালীন অসম সরকার সেখানে অসমিয়া ভাষাকেই একমাত্র সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেয়।স্বাভাবিকভাবেই ১৯ মে বরাক উপত্যকার শিলচর–করিমগঞ্জ–হাইলাকান্দি এলাকার ছাত্রসমাজ ও সমস্ত বাংলাভাষাভাষী মানুষ শান্তিপূর্ণ মিছিল করেন। বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এই দাবিতে শিলচর স্টেশনে রেল লাইনের উপর বসে পড়ে রেল অবরোধ করেন।এই আন্দোলনকে ভাঙতে তৎকালীন অসম সরকার প্রথমে আন্দোলনকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করে পরে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। কিন্তু তাতে কোনও রকম কাজ না হওয়াতে পুলিশ নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে। গুলিতে ১১ জন মারা যায়। ভাষা আন্দোলনের প্রথম মহিলা শহিদ হন ষোলো বছরের কিশোরী কমলা ভট্টাচার্য।একই সঙ্গে শহিদ হন শচীন্দ্র পাল,বীরেন্দ্র সূত্রধর,কানাইলাল নিয়োগী, সুকমল পুরকায়স্থ, সুনীল কর্মকার, হীতেশ বিশ্বাস, চন্ডীচরণ সূত্রধর, কুমদরঞ্জন দাস,সত্যেন্দ্র দেব এবং তরণী দেবনাথ।তে শেষ পর্যন্ত সরকার বাংলাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। এগারোজন শহিদের আত্মবলিদানের দিন উনিশে মে তাই প্রতিবছর এই দিনটি ভাষাশহিদ দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। এবারেও শিলচরে ১৯শে মে ভাষা শহিদ দিবস শ্রদ্ধানিবেদনে ছিল মানুষের ঢল।সারা শিলচর জুড়ে ছিল নানা অনুষ্ঠান, বই–পত্রিকা প্রকাশ, সেই সময়কার যুব–ছাত্রনেতা,যারা বয়েসের ভারে নুব্জ তাদের সংবর্ধনা দেওয়া,শহিদ পরিবারের খোঁজ খবর নেওয়া।শিলচরের অনুষ্ঠানগুলির বিশেষত্ব প্রাণ মাতানো, সাড়াজাগানো দেশাত্মবোধক গান,একক ও সমবেত নৃত্য,কবিতা পাঠ,পথনাটক আর চোখে পড়ে নারী পুরষ সকলে মিলে ১৮ মে রাত জেগে আলপনা।

যেখানে প্রকাশ পেল একসাথে একাত্মবোধ আবার প্রতিবাদের ঝড় যেমনটা হয়েছিল ১৯ শে মে ১৯৬১ সালে শিলচরের মাটিতে।এইভাবে নানা অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে দিয়ে শিলচরের বাসিন্দারা একটা ব্যস্ততা ও তার সাথে শহিদদের স্মরণে একটি দিন কাটালো। ভাষা দিবস নিয়ে নিরন্তর চর্চা করা শিলিগুড়ির একজন দক্ষ সংগঠক ও সম্মানিত ব্যাক্তিত্ব সজল গুহ শিলচরের ওই দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর প্রেরিত তথ্য প্রতিবেদনটি প্রকাশিত করতে সহায়তা করেছে। গান্ধিবাগ অঞ্চলে রাস্তার উপর পাশাপাশি দুটি মঞ্চ একটিতে সম্মেলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ,অন্যটি বরাক উপত্যকা মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতি এবং এর মাঝে পার্কে শহিদদের অস্তিত্ব আলাদা আলাদা করে গোল করে সাজানো যাতে প্রত্যেক শহিদদের নাম লেখা আছে আর আছে অস্যখ্য ফুল,মালা মোমবাতি তা যেন বলছে 'শহিদ তোমাদের মোরা ভুলিনি ভুলব না'।

'জাগৃতি' আতপুরের পরিবেশনায় নাটক 'ছায়া'

সব্যসাচী সান্যাল : থিয়েটারের নিজস্ব ভাষা দিয়ে সামাজিক মূল্যবোধ নাটকের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা ও সমাজে বার্তা দেওয়ার প্রয়োজন থেকে 'জাগৃতি' আতপুর ১৯৫৩ সালে জন্মলগ্ন থেকে প্রচেষ্টা করে চলেছে।জাগৃতির ভিন্ন স্বাদের বিভিন্ন সময়ের পরিবেশিত নাটকগুলি নাট্যপ্রেমীদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে।সম্প্রতি তাদের পরিবেশিত নাটক 'ছায়া' নৈহাটি ঐকতানে মঞ্চস্থ হল। নাটকের সংলাপের মধ্যে দিয়ে বোঝানো হয়েছে কোনও সন্তান বাবা মায়ের স্নেহের বন্ধনকে যদি দুর্বলতা ভাবে এবং নিজের সুখের জন্য সম্পত্তি আত্মসাৎ করে এবং শেষ বয়সে তাদের মনোকষ্টে রাখে তাহলে এই জীবনে তারা নিজের সন্তানের কাছে একই রকম ব্যবহার পায়।আজকের সমাজে এই ধরণের বার্তা উপস্থিত নাটকের দর্শকদের সময়োপযোগী মনে হয়েছে।নাটকের চরিত্রগুলির সাথে দর্শকরা একাত্মবোধ করেছে যেন মনে হয়েছে এটা তাদের পরিবারকে নিয়ে ঘটনা প্রবাহ।যদিও সন্তানদের বাবা মায়ের প্রতি দুর্ব্যবহার এবং বৃদ্ধাশ্রমে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কাটানো বিভিন্ন নাটকের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।তবু যে বিষয় নিয়ে নাটকটি পরিবেশিত হয়েছে তাতে কিছুটা নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া গেল।বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করা কলাকুশলীরা তাদের অভিনয়ে নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার ছাপ রেখেছে।মাস্টার মশাই ও বাবার চরিত্রটি শক্তি কুমার ঘোষ তার নাটকের দীর্ঘ পথ চলার অভিজ্ঞতা থেকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকটির রচনা মানিক রায়চৌধুরী, প্রযোজনা 'জাগৃতি' আতপুর ও পরিচালনা অমিত রায়,সহকারী পরিচালক শক্তি কুমার ঘোষ, মঞ্চ রাসবিহারী বিশ্বাস ও নয়ন মন্ডল, সঙ্গীত নীলংশুক দত্ত, সঙ্গীত প্রক্ষেপণ অঙ্কিত বণিক;আলোর পরিকল্পনা বাবলু

বিশ্বাস; নাটকের অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন ভবেশ মাস্টার (বাবা) শক্তি কুমার ঘোষ;রুনুবালা 'মা' দিপালী চক্রবর্তী ; খোকা (ছেলে) প্রদীপ মজুমদার; প্রতিমা(বৌমা) রীনা বনিক; ডক্টর কাকা রঞ্জিত সাহা; নাতি(ছোটবেলা)শোভন মজুমদার; নাতি (বড়বেলা) উদয়ন কুন্ডু; অফিসকর্মী জয়ন্ত চৌধুরী; পুরনো জিনিস কেনার লোক শুভাশিস বোস; কাগজ বিক্রেতা রাসবিহারী বিশ্বাস; ভাষ্যকার অমিত রায়।অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা তাদের অভিনয়ে আন্তরিকতার পরিচয় রেখেছেন।নাটকের বিষয়বস্তু একজন স্কুল মাস্টারমশাই এবং তার একমাত্র সন্তানকে নিয়ে।অবসর জীবনে শিক্ষক মহাশয়ের ডাক্তার বন্ধু প্রায় প্রতিদিন তার বাড়িতে এসে স্বাস্থ্যের বিষয় খোঁজ খবর নিতেন। হঠাৎ করে ভবেশ বাবু মারা যাবার পর তার ছেলে মাকে সই করিয়ে প্রতি মাসে পেনশনের টাকা হাতিয়ে নিত। মাস্টরমশাই অশরীরী আত্মা হয়ে তার স্ত্রীকে ছেলের বিষয়ে নানা সাবধানবাণী করতেন। কিন্তু তার সরলমতি স্ত্রী অন্ধ পুত্রস্নেহে তাদের সমস্ত সম্পত্তি ছেলের নামে করে দেয়। এদিকে গুণধর পুত্র আর পুত্রবধু মাকে বাবার পেনশনের টাকার ওপর নির্ভরের ব্যবস্থা করে নিজেদের সন্তানকে ভালভাবে মানুষ করার জন্য শহরে ফ্ল্যাট কিনে চলে যায়।

তাদের মায়ের সাথে দীর্ঘদিন কোন সম্পর্ক ছিলনা। ভবেশ মাস্টারের স্ত্রীর মৃত্যুর প্রায় ৩ মাস পরে ডাক্তারবাবু বাড়ির ঠিকানা খোঁজ করে ছেলেকে মায়ের মৃত্যু সংবাদ দেয়। পারলৌকিক কাজ পর্যন্ত করার সুযোগ ছিল না বলে ছেলে ও তার স্ত্রীর অনুশোচনা হয়। এদিকে যে ছেলেকে মানুষ করার জন্য স্বামী স্ত্রী সংসারে নানা কান্ড ঘটিয়েছিল বড় হয়ে সেই ছেলে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের তাগিদে বাবা মা কে ছেড়ে দূর দেশে চলে যায়।যদিও প্রতিমাসে অর্থ পাঠিয়ে সন্তানের দায়িত্ব পালন করে গেছে।যাবার সময় তাদের ছেলে বলে যায় নিজেদের সুখের জন্য যে পরিবেশ তারা সৃষ্টি করেছিল একইভাবে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাবা মায়ের প্রতি একই অবজ্ঞা করেছে। ভবেশ মাস্টার মশাই আত্মা রূপে বলেন 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। প্রেক্ষাগৃহ নাটকের পরিবেশ এমনভাবে সৃষ্টি করেছিল যাতে দর্শকরা তাদের উপলব্ধি দিয়ে গভীরভাবে নাটকটির বিন্যাস দেখে বেশ মুগ্ধ হয়েছে। এখানে একটি বিষয়ে প্রাসঙ্গিতা আছে বলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'সপ্তম আন্তর্জাতিক নাট্য আয়োজনে 'অ্যাকাডেমিতে রাশিয়া, ইতালি, মিশর, আলজেরিয়া, টিউনিশিয়ার নাটক এই শহরে দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল যাতে নাট্য কর্মীদের কাছে পৃথিবীর বিভিন্ন নাট্যনির্মাণের প্যাটার্নগুলির সাথে পরিচিত হতে পারে। অথচ একই সাথে দেখা যাচ্ছে এই রাজ্যে শ্যামনগরেরর অনতিদূর আতপুরে জাগৃতি নাট্য সংস্থাটি এলাকায় সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি করার জন্য নিজেদের দীর্ঘদিনের উদ্যোগে যে ক্লাবঘর তৈরি করেছে তা ২০১৬ সাল থেকে স্থানীয় শাসকদলের কিছু উগ্র মানসিকতার যুবকদের দখলে চলে গেছে এবং নিজেদের অর্থ উপার্জনের তাগিদে ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত করা হয়েছে তা কিন্তু সঠিক পন্থা নয়।স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এই বিষয়ে নির্বিকার।আশা করা যায় রাজ্যের তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে দেখভাল করার দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক মন্ত্রী নাটকের গুণগত মান বাড়ানোর জন্য সচেষ্ট হয়েছেন তেমনি নাটক নিয়ে চর্চা করা শিল্পীদের উন্নত চিন্তাধারার সুযোগ করে দেওয়ার সাথে সাথে রাজ্যে সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতি ঘটে চলা অন্যায়ের প্রতিকার করবেন।

রবীন্দ্র নাট্যসংস্থার শিশু নাট্য কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা গোবরডাঙা–র উদ্যোগে গত ২০ মে ২০১৮ শুরু হল গ্রীষ্মকালীন শিশু নাট্য কর্মশালা। আট দিনের এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরেশ্বর ভট্টাচার্য, ছিলেন কাউন্সিলার বাসন্তী ভৌমিক, পলাশ মণ্ডল এবং অলকানন্দ বসু। এবারের কর্মশালায় ১৮টি বিদ্যালয়ের ৫০ জন ছাত্র–ছাত্রী অংশ নেয়। এই কর্মশালায় মুখ্য প্রশিক্ষক 'দলছুট' নাট্য দলের পরিচালক মিঠু দে।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বলেন ১৫ বছর ধরে এই নাট্য কর্মশালা চলছে। রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা–র বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে শিশু নাট্য কর্মশালা অন্যতম। ২৪ বছর ধরে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা প্রান্তিক ঘরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

২৭ মে ২০১৮ বিকাল ৪টে কর্মশালা থেকে উঠে আসা নাটকটি

পরিবেশিত হয়। বন্যপ্রাণী ধ্বংস হচ্ছে, পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভারসাম্য হারাচ্ছে পৃথিবী। কর্মশালায় মূলত শিশুদের সুর, তাল, ছন্দ, লয়, একাগ্রতা, কল্পনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে খেলার মাধ্যমে নাট্য নির্মাণ করা হয়। শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন পলাশ মণ্ডল, রামমোহন দত্ত, নীরেশ ভৌমিক, মিহিরলাল চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তি বর্গ। অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র–ছাত্রীকে মানপত্র দেওয়া হয়।

মুক্তি পেল শেষ চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মমতাদেবীকে লেখা শেষ চিঠি আজ মমতাদেবী পড়ছে। আজ মমতাদেবীকে তার মেয়ে ও জামাই বৃদ্ধাশ্রমে রেখে কর্মস্থল মুম্বই–এ চলে যাবে। এই চিঠি পড়তে পড়তে মমতাদেবীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুরোনোদিনের কথাগুলো ...

যখন শিবনাথ (সৌমিত্র) পোস্টমাস্টার। শিবনাথের দাদু এককালে জমিদার ছিল। সেই জমিদারী বিরাট রাজপ্রাসাদ এখন ভগ্নপ্রায়। ওখানেই থাকেন শিবনাথের স্ত্রী মমতাদেবী

(লিলি চক্রবর্তী)। শিবনাথের মেয়ে মৌ (মৌবনি সরকার) মুম্বইতে থাকে। জামাই রমেন অ্যান্টিক প্রোডাক্ট কেনা বেচা করে। জামাইয়ের অত্যাচারে এক সময় বাধ্য হয়ে মৌ বাপের বাড়ি চলে আসে। সেদিন ছিল শিবনাথের রিটায়ারমেন্ট। মেয়ের এই স্বামীকে ছেড়ে ফিরে আসাকে শিবনাথ মেনে নিতে পারেনি। সেই রাতে শিবনাথের কাছে মমতার ফোন আসেনি। যেমন প্রতিদিন ফোন করে মমতা শিবনাথকে স্মরণ করিয়ে দিত ওষুধ খেয়েছে কিনা? কেমন আছে জানতে চাইত। মমতার ফোন না পেয়ে শিবনাথ অত্যন্ত শক পায়, আর প্রেসারের ওষুধ না খেয়ে শেষ রাতে হার্টফেল করে মারা যায়। এবার হলে গিয়ে দেখতে হবে শেষ চিঠি।

কাহিনী ও পরিচালনা ঃ তন্ময় রায়

গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ মে, শনিবার গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির মুখ্য কার্যালয়ে সংস্থার 'এসো হাত ধরি' প্রকল্পের বার্ষিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। সমাজের বিশিষ্ট বহু মানুষ অসহায় বৃদ্ধ–বৃদ্ধা, দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও প্রত্যন্ত গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিশু ছাত্র–ছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি মহতী রূপ পরিগ্রহ করে।

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, সমাজসেবী এবং শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী সরোজকান্তি চক্রবর্তী ('যমুনামতী পত্রিকার প্রকাশক), দীপক কুমার দাঁ (গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের কর্ণধার), সুভাষ দত্ত (গোবরডাঙার পুরপ্রধান), রামমোহন দত্ত, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, সমীরণ নট্ট, অমিত কুমার দে, কমলকৃষ্ণ পাইক, গৌতম গাঙ্গুলী, পিনাকী বিশ্বাস, গোবিন্দ চন্দ্র ঘটক, গোবরডাঙা পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রমুখ।

প্রহ্লাদ দেবনাথ পরিবেশিত উদ্বোধনী সঙ্গীত রবীন্দ্র–নজরুলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। সংস্থার সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার 'এতো হাত ধরি' প্রকল্পের উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং সার্থকতার উল্লেখ করেন। সরোজকান্তি চক্রবর্তী ও সুভাষ দত্ত তাঁদের ভাষণে সমাজের অসহায় বৃদ্ধ–বৃদ্ধা ও দরিদ্র–মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে এই প্রকল্পের ভূমিকার উল্লেখ করে সংস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী কিশোরী লক্ষ্মী দাসকে সংস্থার পক্ষ থেকে হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়। ১০ জন অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে তাঁদের মাসিক খাদ্য–বস্ত্র, ১৮ জন দরিদ্র মেধাবী উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীকে মাসিক আর্থিক অনুদান ও ৩ জন প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পী তিয়াসা গোমস্তা অসাধারণ নৃত্য পরিবেশন করে। এরপরে সেবা ফার্মার্স সমিতির অধিগৃহীত ও সাহায্যপ্রাপ্ত ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু ছাত্রছাত্রীরা সমবেত নৃত্য, গান, আবৃত্তি ও নাটক পরিবেশন করে।

পরিশেষে সংস্থার পক্ষ থেকে ৬২ জন শিশু ছাত্রছাত্রী এবং 'এসো হাত ধরি' প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণে সংস্থার অগ্রণী ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক/স্বেচ্ছাসেবিকাকে শংসাপত্র, পুস্তক ও স্মারক প্রদান করা হয়। শিশু ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামন্ত্রী ও দেওয়া হয়।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

প্রত্যাবর্তনে সেরার সেরা চেন্নাই, নবজন্ম মাহির

অরিঞ্জয় মিত্র

শ্রীনিবাসন বিতর্কে কয়েক বছর দূরে থাকার পর ফের রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটাল মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বাধীন চেন্নাই সুপার কিংস। একইসঙ্গে মুম্বইয়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে ৩ বার আইপিএল জেতার শিরোপা পেল চেন্নাই ব্রিগেড। আগামী বছরের বিশ্বকাপের আগে মাহি প্রমাণ করলেন তাঁকে ঘিরে যে অহেতুক সমালোচনার ঝড় উঠেছিল তা চাপা পড়ে যাবে তাঁর হেলিকপ্টার শটের মারকাটারিতে। এমনিতে কলকাতা সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে যাওয়ায় ফাইনাল নিয়ে সেভাবে উৎসাহ ছিল না কলকাতার। তাও ঋদ্ধিমান সাহা–সাকিব উল হাসানের মতো দুই বঙ্গতনয়ের জন্য বেশ কিছু কেকেআর সমর্থককে দেখা যাচ্ছিল হায়দরাবাদের সমর্থনে ঝাঁপাতে। সাক্ষী ধোনির বাপের বাড়ি কলকাতায় আর তাই মাহি আমাদের জামাই এই শ্লোগানে কিছু নগরবাসী বুক বেঁধেছিল চেন্নাইকে ঘিরে। শেষপর্যন্ত দেখা গেল জামাইয়ের হাতে বঙ্গসন্তানদের হার। ধোনির এই কামব্যাক ভারতের ক্রিকেটীয় বৃত্তের পক্ষেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কোহলি যে এবার অনেকটাই নিশ্চিন্তে অধিনায়কত্ব করতে পারবেন তাও পরিস্কার। পাশে ধোনির মতো বুদ্ধিদীপ্ত প্রাক্তন অধিনায়কের সতেজ মগজ থাকলে কার না ভালো খেলতে ইচ্ছে করে।

ফাইনালে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেটে আরও একবার নিজের অপরিহার্যতা প্রমাণ করেছিলেন ধোনি। সেটাই আরও বাস্তবায়িত হল আইপিএল এজাতর পর। ভারত অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির দাপটে এই জায়গা অর্জন করল সিএসকে। যার দৌলতে উত্তেজনাপূর্ণ একাদশ আইপিএলের ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে টিম ধোনি। যেভাবে আকর্ষণীয় ম্যাচে হায়দরাবাদকে হারিয়ে ফাইনালে টিকিট পেয়েছে চেন্নাই তা হার মানাবে যে কোনও রুদ্ধশ্বাস উপন্যাস বা থ্রিলার মুভিকে। ১৪০ রানের মধ্যে হায়দরাবাদকে আটকে রেখে চেন্নাই প্রথমেই ম্যাচের রাশ হাতে তুলে নিয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ করেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হাতে। ধোনি সহ একের পর উইকেট হারিয়ে রীতিমতো হারের মুখে দাঁড়িয়ে চেন্নাই সুপার কিং। সেখান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকান তারকা ফাফ ডুপ্লেসি যেভাবে ম্যাচ নিজেদের দিকে টেনে আনল তা অনস্বীকার্য। অবশ্য এই প্রোটিয়া তারকার কাজ অনেকটাই সহজ করে দেন তরুণ ভারতীয় পেসার শার্দুল ঠাকুর। সময় মতো আসা বাউন্ডারিগুলো ফাইনালে টেনে নিয়ে যায় চেন্নাইকে। একসময় মাত্র ৩ ওভারে ৪৩ রানের টার্গেটের সামনে মাত্র দুই উইকেট হাতে থাকা চেন্নাই প্রায় কোমায় চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে ডুপ্লেসির পাল্টা মার ও শার্দুলের প্রত্যাঘাত সিএসকেকে ফাইনালে যেতে সাহায্য করল।

আবার হায়দ্রাবাদকে ফাইনালে তুলতে আফগানিস্থানের পাঠান তারকা রশিদ খানের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এভাবে সেমিফাইনালে কলকাতাকে হারানোর মশলা হয়ে উঠবে এই পাঠান তা বোধহয় কেউ ভাবতেও পারেন নি। বস্তুত হায়দ্রাবাদের ব্যাটিংয়ের শেষ ওভারেই ম্যাচের রাশ হাতে নিয়ে নেয় গেরুয়া জার্সিধারীরা। পরের পর বাউন্ডারি–ওভার বাউন্ডারি মেরে রশিদ খেলার চাকাটাই পুরো ঘুরিয়ে দেন। এই ২০–২৫ টি রানই তফাৎ গড়ে দেয় ম্যাচের। এই ব্যবধান কোনওমতেই মেটাতে পারেনি কেকেআর। সেমিফাইনালে উঠলেও কেকেআর–এর অধিনায়ক দীনেশ কার্তিকের কিছু সিদ্ধান্ত কিছুতেই ঠিকঠাক হয়নি। পাশাপাশি ফাইনালে যেভাবে দলের ব্যাটিং লাইন আপ ধরাশায়ী হয়ে পড়ল তার জন্য কার্তিকের মতো ব্যাটসম্যানের মতো ব্যর্থতাও কোনও অংশে কম নয়। শট নির্বাচনে কলকাতার ব্যাটসম্যানদের যে বিস্তর ভুল হয়েছে এটা মানছেন সকলেই।

এবারের মতো শেষ একাদশতম আইপিএল। গত কয়েক বছরের মধ্যে এবারের জৌলুস যে ধারেভারে অনেকটাই বেশি ছিল সেটাও মানছেন অনেকেই। তাও এখন ভারতীয়দের যাবতীয় আশা–আকাঙ্খা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে জোড়া বিশ্বকাপ নিয়ে। এর মধ্যে ফুটবল বিশ্বকাপ আর মাত্র কদিন পরেই। তা নিয়ে তাপ উত্তাপ তো আছেই। কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীরা পাখির চোখ করছেন ২০১৯–এর ক্রিকেট বিশ্বকাপকে। কারণ এই আসরে ফের ভারতের প্রভূত্ব স্থাপন করার বড় সুযোগ মিলবে। এমনিতে টেস্ট বা একদিনের র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত এগিয়ে থাকলেও ক্রিকেট বিশ্বকাপ ঘরে না এলে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। মাহি–বিরাট জুটির ওপর সেই সাফল্য যে অনেকটাই নির্ভরশীল সেটা না বললেও চলে।

ক্যারাটেতে সোনা জয়ী শ্রমণা দে

রিম্পি ঘোষ : মহারাষ্ট্রের পুণের খান্ডালাতে ক্যারাটের কানিনজুকো সামার ক্যাম্প অ্যান্ড

ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশ থেকে প্রায় ৩৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের তত্ত্বাবধানে হুগলি জেলার কোন্নগরের শ্রমণা দে এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সাব – জুনিয়র বিভাগে কাতায় আসাম, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশকে পরাজিত করে সোনা জেতে শ্রমণা। শ্রমণা কুমিতে বিভাগেও মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও দিল্লিকে পরাজিত করে সোনার পদক জয় করে।

এই অসাধারণ + প্রদর্শনের ভিত্তিতে শ্রমণা সাব – জুনিয়র পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন নির্বাচিত হয় এবং সেরা ক্যারাটে খেলোয়ারের পুরস্কারও পায়।

কারা হবে ডার্ক হর্স

পাঁচুগোপাল দত্ত : রাশিয়া বিশ্বকাপে কারা ডার্ক হর্স হতে পারে এখন তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। এক সময় এই ডার্ক হর্সরা রীতিমতো কামাল করেছে বিশ্বকাপের আসরে। বড়দলগুলি তথা ফেভারিটদের রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছে এদের হারাতে। প্রি–কোয়ার্টার পর্যায়ে তো বটেই কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনালে এই ডার্ক হর্সদের চলে যেতে দেখা গিয়েছে অনেক সময়। ডেনমার্ক, নাইজেরিয়া, মরক্কো, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দলগুলি এমনভাবেই নজর কেড়েছে একের পর এক বিশ্বকাপে। এছাড়াও পূর্ব ইউরোপের বেশ কিছু দেশ যেমন বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি অনেকবার সাড়া জাগিয়েছে দুনিয়ার এই সেরা ফুটবল উৎসবে।

বাংলা ধারাভাষ্যের ব্রহ্মা–বিষ্ণু–মহেশ্বর

নিজস্ব সংবাদদাতা : ''আউট! আউট! আউট! প্রথম বলেই ইন্দ্রপতন। উইকেটরক্ষক জেফ দুঁজোর দস্তানায় প্রাণ জমা দিয়ে ফিরে যাচ্ছেন ক্রিকেট সম্রাট সুনীল মনোহর গাভাসকার। সুন্দর সোনাঝরা ঝলমলে রোদের এই শীতের সকালে কাতারে কাতারে দর্শক এখনও আসন পাওয়ার প্রতীক্ষায়। তার আগেই সিংহাসনচ্যুত তাঁদের অধীশ্বর। স্তম্ভিত ইডেন উদ্যান। বাকরুদ্ধ ক্রিকেটের নন্দনকানন। লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের কল্লোল নিমেষে বদলে যাচ্ছে প্রিয়জন হারানোর হাহাকারে...''

বা

ইডেনে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় দিনের খেলা চলছে। ভারতের একনাথ সোলকারের বিরক্তিকর ঢিমে লয়ের ব্যাটিং দেখতে দেখতে দর্শক ক্লান্ত। হঠাৎ! সারা মাঠ হাসিতে ফেটে পড়ল। কারণ ইংরেজ অধিনায়ক টনি গ্রেগ মজা করে সোলকারের ব্যাট নিয়ে শ্যাডো করে দেখালেন কী ভাবে স্ট্রোক খেলতে হয়। একইরকমভাবে ইংরেজ ইনিংসে গ্রেগের ঘুম পাড়ানি ইনিংসের সময় একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করে দেখান সোলকার। দর্শকের মধ্যে হাসির ফোয়ারা ছোটে। পরের বলেই বাউন্ডারি মারলেন গ্রেগ! তারপরই মাঠের উপস্থিত সমস্ত দর্শক দেখতে পেলেন গ্রেগ সোলকারকে কী যেন বলছেন।

তখন আজকের মতো ছিল না স্ট্যাম্প ক্যামেরা, না ছিল বাইশ গজে লুকনো মাইক্রোফোন। কুছপরোয়া নেই। কমেন্ট্রি বক্সে কমল ভট্টাচার্য নামে একজন ধারাভাষ্যকার আছেন। যিনি সেই দূরে বসে মুচমুচে কাল্পনিক সংলাপের মাধ্যমে বেতারের শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরলেন সেই দৃশ্যের বর্ণনা। ''গ্রেগ বললে, বাপু সোলকার মাস্টার মশায়ের তো শেখানোটা কাজ। কিন্তু ছাত্রকেও তো তেমন হতে হবে। কাজের কাজটা তো তাকেই করতে হয়। তোমায় শিখিয়ে কাজ হয়নি। দেখো আমি কেমন করে দেখালাম।

বা

ক্লাব হাউস প্রান্তে বল হাতে প্রস্তুত কপিলদেব। দৌড় শুরু করলেন। অন্যদিকে ব্যাট হাতে প্রস্তুত জাভেদ মিঁয়াদাদ। উইকেটের গা ঘেঁষে ডেলিভারি... গুডলেন্থ বল, বাঁ পা বলের কাছে নিয়ে ব্যাটে–প্যাডে একটুকু ফাঁক না রেখে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেললেন মিঁয়াদাদ। বল চলে গেল সোজা কপিলের হাতে। এ বলেও কোন রান হল না। রান যা হয় তাই। দু ইউকেট হারিয়ে পাকিস্তান...''

উপরের বর্ণিত ধারাভাষ্যগুলো হল বাংলা ধারাভাষ্যের ত্রয়ীর। অর্থাৎ অজয় বসু, কমল ভট্টাচার্য এবং পুষ্পেন সরকারের। ইডেনের টেস্ট ম্যাচের ধারাবিবরণী– যাঁদের কণ্ঠস্বর বেতারের ইথার তরঙ্গের মাধ্যমে এক সময়ে আম বাঙালির ড্রইং রুম আনন্দে ভরিয়ে তুলত। প্রতিটি খেলার প্রতিটি মুহূর্তের অননুকরণীয় বিবরণ অসাধারণ সুললিত কণ্ঠস্বরে বাঙালির মনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করছিল। বলা যেতে পারে ধারাবিবরণীর এক নতুন যুগের সূচনা করে গিয়েছেন এই তিন মহান ব্যক্তিত্ব। যাঁদের বিকল্প আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

১৯৫৯–৬০ সালের কথা। ইডেনে ভারত অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্ট। তার আগে আকাশবাণী ঠিক করেন এ ম্যাচের ধারাবিবরণী দেওয়া হবে বাংলাতে। যদিও তাঁর আগে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং রাজেন সেনরা কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন খেলার ধারাবিবরণী বাংলায় প্রচার করার। কিন্তু তা সেই অর্থে সফলতা পায়নি, যে সফলতা পেয়েছিল এই 'ত্রয়ী'র হাত ধরে। ষাটের দশক থেকে কমপক্ষে তার পরের পঁচিশ–তিরিশ বছর কখনও শহরের টেস্ট ম্যাচে দিনের প্রথম ডেলিভারির বাংলা ধারাবিবরণী অন্য কারও গলায় শোনা যায়নি।

অজয় বসু, কমল ভট্টাচার্য ও পুষ্পেন সরকার– এই ত্রয়ী ক্রিকেট এবং ফুটবলকে যে বাঙালির অন্দরমহলে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন এ বিষয়ে কোনও তর্কের অবকাশও নেই। এই ত্রয়ীর মধ্যে অজয় বসু যিনি সার্বজনীন অজয় দা নামেই পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি তর্কাতীতভাবে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

অধুনা লুপ্ত বিখ্যাত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র যুগান্তরের স্পোর্টস এডিটর অজয় বসুর ভাষার চয়ন, কণ্ঠস্বরের সৌকর্য আর যে খেলার বিবরণ দিচ্ছেন সেই খেলা সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান তাঁকে অনন্য করে তুলেছিল। বারো ধরনের খেলার ধারাবিবরণী দিয়েছেন অজয় বসু। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অসাধারণ। তাঁর সম্পর্কে একটা কথা না বললেই নয়– তা হল ভাষার প্রতি দক্ষতা। যে কোনও খেলার ক্ষেত্রেই। একটিও ইংরাজি শব্দ না বলে অনর্গল নির্ভুল বাংলা বলার মতো দক্ষতা যে কোনও বাংলা ভাষাবিদের কাছে ঈর্ষার কারণ ছিল। এত বিকল্প শব্দের ভাণ্ডার ঝুলিতে ছিল, যে ঠিক স্থানে সঠিক শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি ছিল না। অজয় বসু প্রসঙ্গে এক সময়ে তাঁর পত্রিকার কনিষ্ঠ সহকর্মী এবং পরবর্তীকালে সহ ধারাভাষ্যকার হিসাবে বহু কাজ করা অনুজপ্রতিম জয়ন্ত চক্রবর্তী মনে করেন।'' ইথার তরঙ্গের 'উত্তমকুমার' হলেন তিনি। প্রশংসায় আপ্লুত না হয়ে পড়া বা সমালোচনায় নিন্দায় হতাশ না হয়ে পড়া, তাঁর কাছ থেকেই শেখা। পারফর্মারদের শুধু পারফর্ম করে যেতে হয়। যে শিক্ষা আজও প্রতিটি মুহূর্তে কাজ লাগে। পরিমিতি বোধই ছিল অজয়দার জীবনের মূল মন্ত্র।

২০০৪ সালে ৭৪ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর পর যে শূন্যতা বাংলা ধারাবিবরণীর ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে, তা আজও পূরণ হল না। এখনও আমরা খুঁজে চলেছি একজন অজয় বসুকে।''

বাংলা ধারাভাষ্যের ব্রহ্মা–বিষ্ণু–মহেশ্বরের তুলনা করতে গেলে, বিষ্ণুরূপী কমল ভট্টাচার্য প্রসঙ্গে বলতে হয়, তার মিষ্টি স্বভাবের মতোই মিষ্টি ছিল তাঁর ধারাবিবরণী। আটপৌরে, ঘরোয়া সাধারণ বাঙালি বাড়িতে যেভাবে বাবা–কাকা, মা–জেঠিমা, ভাই বোন নিজেদের মধ্যে কথা বলে, কমল ভট্টাচার্যের কমেন্ট্রি ছিল অনেকটা সেই ধাঁচের। কমলবাবুর জীবন জুড়ে ছিল বৈঠকীপনা, অনাড়ম্বর মেঠো ভঙ্গি, সেই স্বাদও মিশে যেত তাঁর ধারাভাষ্যে। সেই সময় তো আর আজকের মতো টেকনোলজি এত উন্নত ছিল না। চোখে দেখা ঘটনা কমেন্ট্রি বক্সে বসেই তার কাল্পনিক অথচ অদ্ভুত মুচমুচে সংলাপের মাধ্যমে ধারাভাষ্য দিতেন কমল ভট্টাচার্য।

আর পুষ্পেন সরকারের ধারাভাষ্যের মধ্যে ফুটে উঠত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। সামনে ঘটে চলা একটি দৃশ্যও বাদ যেত না। মনে হত চোখের সামনে প্রতিটি মুহূর্ত ভেসে আসছে। পুষ্পেন সরকার আর একটি ব্যাপারে ইউনিক ছিলেন, পরিসংখ্যান দেওয়ার ক্ষমতা।

টেস্টের কোনও বড় টেকনিক্যাল ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার পড়লে কমেন্ট্রি বক্সে অজয় বসুর বাঁধাধরা কথা ছিল 'কমলটা মাইকটা ধরুন'। আবার খেলার বিশেষ আবহের জমকালো বর্ণনা দেওয়ার সময় বলেই কমল ভট্টাচার্য সব সময় বলতেন, 'অজয় এবার তোমার পালা'। আর কেউ সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় পৌঁছলে বা পাঁচ উইকেট নিলে সেই সময় অবশ্যম্ভাবী মাইকটা চলে যেত পুষ্পেন সরকারের কাছে। সেই সেঞ্চুরিয়ান বা স্টার বোলালের পরিসংখ্যান তাঁর চেয়ে বেশি ভালো সেই সময় আর কে গড় গড় করে বলতে পারবেন।

খেলা পাগল বাঙালির এই মহাত্রয়ীর প্রসঙ্গে তৎকালীন বহু মাঠচষা প্রবীণদের অনেকেই বলতেন, তাঁদের কমেন্ট্রি বক্সে ঢুকতে দেখলে মনে হত খেলার ধারাবিবরণী দিতে নয়, যেন মন্দিরে উপাসনায় চলেছেন তিন পুজারি। তাঁদের সেই মন্দিরের চেহারাটা কিন্তু আজকের দিনের ঝাঁ চকচকে কোনও কমেন্ট্রি রুম নয়। কমেন্ট্রি বক্সটা ছিল এখনকার ক্লাব হাউসের একেবারে উল্টোদিকে। বর্তমানে যেখানে ইডেনের অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক জায়ান্ট স্কোর বোর্ড। ষাট–সত্তরের দশকে যেখানে ছিল হাতে চালানো স্কোর বোর্ড। আর ঠিক তার তলায় ছিল কাঠের পাটাতনের ওপর লোহা দিয়ে বানানো কমেন্ট্রি বক্স। পুরনো রঞ্জি স্ট্যান্ডের নীচের গেট দিয়ে যখন বাংলার এই মহাত্রয়ী ইডেনে প্রবেশ করতেন তখন সেই কমেন্ট্রি বক্সটা আক্ষরিক অর্থেই মন্দিরে পরিণত হত। কাজের প্রতি অসীম দরদ, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, মমতা ও নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক নিবিড় বোঝাপড়াই তাঁদের অনন্য করে তুলেছিল। যা তাঁদের আজও বাঙালির হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

সময়ের হাত ধরে কালের নিয়মে বাংলা ধারাভাষ্যে এসেছে পরিবর্তন। পেয়েছে নতুন রূপের ছোঁয়া। বদলে গিয়েছে কমেন্ট্রি বক্সের চেহারা। লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। বদলেছে ধারাভাষ্যের স্টাইল। কিন্তু বাঙালি আর একটা 'ত্রয়ী'কে খুঁজে পাননি। এই মহান 'ত্রয়ী'র পরবর্তীকালে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ধারাভাষ্যকার কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করলেও এঁদের জনপ্রিয়তার সীমা লঙ্ঘন করতে ব্যর্থ তারা। আগামী দিনে সেই জনপ্রিয়তা কেউ পাবে কিনা সেটা সময় বলবে।

মনের খেয়াল

ফুডস্নিফার

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি চালাতে চালাতে রহিম বলল, ম্যাডাম, কাগজে দেখলাম রেস্টুরেন্টে খেয়ে আবার কয়েকজন হাসপাতালে! দু'জনের অবস্থা নাকি খুব খারাপ। তপতীদি রাস্তার দিকে তাকিয়ে সকলের ব্যস্ততা দেখছিলেন, কথাটা শুনলেও প্রতিক্রিয়া করলেন না। রহিম আড়চোখে ম্যাডামকে লক্ষ্য করছিল। আর কথা বলা সমীচীন নয় ভেবে রহিম চুপ।

ম্যাডামের ফোনটা বাজল, চিফ সেক্রেটারির মুখ। তাকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়েই মুখ্যমন্ত্রী বললেন, আমি মিনিট পনেরোর মধ্যে নবান্নে পৌঁছে যাচ্ছি, আপনি আসুন। কথা আছে।

কিস্কু সাহেব অপেক্ষা করছিলেন। তপতীদি কিস্কু সাহেবকে বসতে বলে বললেন, কী হচ্ছে এসব বলুন তো? এত কড়া পদক্ষেপ নিয়েও তো কোনো সুরাহা হচ্ছে না! অথচ রেইড করে তো কাউকে ধরাও যাচ্ছে না। এভাবে চললে তো সামনের ইলেকশনে হেরে যাব।

–তা ঠিক

–ঠিক মানে? আপনিও ভাবছেন, হেরে যাব?

–না মানে, চিফ সেক্রেটারি আমতা আমতা করতে থাকেন।

–শুনুন, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের মিটিং–এ যাচ্ছি। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। আমি কিন্তু বলব, অ্যাকশন নিচ্ছি। কী পদক্ষেপ সেটা ফিরে এসে আপনার কাছে শুনব।

ম্যাডাম ফিরতেই মুখ্যসচিব হাসি মুখে ঢুকলেন।

–কি? সমাধান হল?

–হ্যাঁ, ম্যাডাম, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ ফুড টেকনলজি অ্যান্ড বায়ো–ইঞ্জিনিয়ারিং–এর হেড আমার বন্ধু। উনি ভালো আইডিয়া দিয়েছেন।

–ডঃ কৃষ্ণদুলাল দেবনাথের কথা বলছেন তো? ওনাকে আসতে বলুন, আমি নিজে কথা বলব।

–উনি এসেছেন, বাইরে আছেন।

–আরে বাইরে বসিয়ে রেখেছেন কেন? ডাকুন ওনাকে।

রুদ্ধদ্বার বৈঠকে অনেক আলোচনা হল। তপতীদি বললেন, আমি তো অফিসারদের পাঠিয়ে কাউকে ধরতে পারছি না। ডঃ দেবনাথ প্রস্তাব দিলেন নুতন প্রযুক্তি কাজে লাগাতে। বিশদ শুনে মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দ হল। ডঃ দেবনাথ বললেন, আমাদের ডিপার্টমেন্টে মাত্র কয়েকটা ফুডস্নিফার (খাদ্যের গুণাগুণ নির্ণয়ের অত্যাধুনিক যন্ত্র) আছে। আরও কয়েকটি যদি আনার ব্যবস্থা হয়।

–ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। কিস্কু সাহেব সব ব্যবস্থা করে দেবেন। আর হ্যাঁ, এই প্ল্যানটার কথা যেন গোপন থাকে। প্রথমে বড় বড় হোটেল রেস্টুরেন্টগুলোকে ধরতে হবে। খাবারের দাম তো ওরা যথেষ্ট নেয়! তা সত্ত্বেও নিম্ন মানের খাবার কেন? এ বরদাস্ত করা যায় না!

যাদবপুরে ফিরে গিয়েই ডঃ দেবনাথ বিশ্বস্ত কয়েকজন ছাত্রকে ডাকলেন। অভিসন্ধিটা ও তার গুরুত্বটা ওদের বুঝিয়ে বললেন। –আর হ্যাঁ কেউ যাতে সন্দেহ করতে না পারে সে জন্য তোমরা তোমাদের কোনো আত্মীয়া বা বান্ধবীদের সঙ্গে নিতে পার। সম্ভব হলে আজ থেকেই অভিযান শুরু কর।

এরকম একটা প্ল্যানের কথা শুনে ছাত্রদের তর সইছিল না। সেদিন ওদের টার্গেট পার্ক স্ট্রিটের একটি নাম করা রেস্টুরেন্ট। টিমের লিডার থার্ড ইয়ারের সুনির্মল ও ডঃ দেবনাথকে রেস্টুরেন্টের নামটা আর সময়টা জানিয়ে দিল। উনি আবার মুখ্যসচিবকে সে কথা জানিয়ে রাখলেন।

সুনির্মল ছয় জনের জন্য টেবিল বুক করে রেখেছিল। মেনু দেখে বিভিন্ন ধরণের আইটেম অর্ডার করা হল। বিশেষ করে মাংস ও চিংড়ি মাছের ডিশ বেশি নেওয়া হল। খাবার সার্ভ হয়ে গেলে অর্চনা ব্যাগ থেকে ফুডস্নিফারটা বের করল। ওর কাছে রাখা খাবারর উপর ধরল। সুনির্মল ওর স্মার্টফোনের ফুডস্নিফার অ্যাপটাও চালু করল। সকলের দৃষ্টি সুনির্মলের স্মার্টফোনের উপর। ফুডস্নিফারটায় একটা বিপ শব্দ হতেই সুনির্মলের স্মার্টফোনে বিভিন্ন সংখ্যা ফুটে উঠতে থাকল। কতকগুলো সংখ্যা সবুজে অর্থাৎ ঠিক আছে। কিন্তু কয়েকটি সংখ্যা লাল হয়ে যাওয়াতে সুনির্মল ওর চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। বেশির ভাগ খাবারে ব্যাকটেরিয়ার মাত্রা খুব বেশি। সুনির্মল একটি বোতাম ছুঁয়ে তথ্যগুলো নবান্নে পাঠিয়ে দিল। দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ খাবারের নমুনাতেই কিছু না কিছু আপত্তিকর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

সুনির্মলের স্মার্টফোনে মেসেজ এল– ফুড ইন্সপেকটররা রওনা দিয়েছেন, কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাবেন। কিছু পরে আর একটি মেসেজঃ ইন্সপেকটররা পৌঁছে গেছেন। তখন সুনির্মল ওয়েটারকে ডেকে বলল, ম্যানেজারকে ডাকুন।

–কেন স্যার, আমি তো তাড়াতাড়ি সার্ভ করেছি।

–না, ও জন্য নয়, খাবারগুলো ভাল নয়।

–সবাই তো খাচ্ছে স্যার! খারাপ হবার তো কথা নয়। খেয়ে দেখুন, দারুণ হয়েছে!

ঠিক সেই সময় ইন্সপেকটরদের একজন সোজা ওদের টেবিলের সামনে এসে বললেন, কী হয়েছে? এত হৈ চৈ কেন এখানে? প্রশ্নকর্তাকে সুনির্মলের চেনার কথা নয়, তাই প্রশ্ন করে, আপনি? উনি সুনির্মলকে পরিচয় দিলেন। সুনির্মল নমস্কার জানিয়ে বলল, এই দেখুন না স্যার, যে খাবার সার্ভ করেছে তা মোটেই খাবার উপযুক্ত নয়। প্রতিটি খাবারে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া আর আপত্তিকর উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে।

–ঠিক আছে, আমরা দেখছি। আপনারা ইচ্ছা করলে যেতে পারেন। এই কে আছ? ম্যানেজারকে ডাক।

সুনির্মলরা ওখান থেকে বেরিয়ে ডঃ দেবনাথকে ফোন করল, স্যার মিশন সাক্সেসফুল।

ডঃ দেবনাথ বললেন, ভেরি গুড! তোমরা সব আমার বাড়িতে চলে এসো, কথা আছে। এমনিতে অনেক দেরি হয়ে গেছে, খিদেও পেয়েছে, তাই অনেকে বিশেষ করে মেয়েরা যেতে চাইছিল না।

সুনির্মল বলল, না যাওয়াটা ঠিক হবে না। নিশ্চয়ই কোনও জরুরি কথা আছে।

ওখানে গিয়ে ওরা আশ্চর্য। একটা বড় খবারের টেবিলের পাশে ডঃ দেবনাথ বসে আছেন, হাসি মুখে বললেন, দারুণ একটা কাজ করেছ তোমরা, মুখ্যমন্ত্রী খুব খুশি হয়েছেন। তোমরা সব হাতমুখ ধুয়ে বসে পড় তো, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

'টা টা বাই বাই'–এর ম্যাজিক!

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয় ছোট্ট বন্ধুরা

'মনের খেয়াল'–এ তোমাদের অনেক ম্যাজিক শিখিয়েছি। তোমরা এই খেলাগুলো ভাল ভাবে অভ্যাস কর (আশা করি কাগজগুলো রেখে দিয়েছো! না হলে আমাদের দফতরের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো)। তারপর তোমার বাড়িতে একদিন বন্ধুদের ডেকে এনে একটা ম্যাজিক শো করো। আর শোয়ের শেষ খেলা হিসাবে এই বোকা বানানোর কৌতুকটা দেখাও :

বন্ধুদের বল পকেট থেকে রুমাল বার করে হাতে উঁচু করে ধরতে (ছবিতে দেখো) তারা তাই করল। তারপর তাদেরকে বলো তুমি যা বলবে তারাও যেন তাই বলে। অতঃপর চেঁচিয়ে বল, 'হোকাস পোকাস ফোকাস– হোকাস পোকাস ফোকাস'– বন্ধুরাও চেঁচিয়ে তাই বলল। তারপর তাদের বল রুমালগুলো নাড়তে আর চেঁচিয়ে বলতে, টা টা বাই বাই টা টা বাই বাই'– বন্ধুরা রুমালগুলো নাড়তে নাড়তে 'টা টা বাই বাই' বলতে থাকবে, তুমি ততক্ষণে তাদের চোখের আড়ালে চলে গেছো তখন তোমার বন্ধুরা বুঝবে তুমি তাদের খুব বোকা বানিয়েছো— বোকা বনে তারা তখন বোকা বোকা হাসতে থাকবে।

(জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাদু গ্রন্থাগার থেকে সংকলিত)

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com